ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৮ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 27 October 2021 ■ আগরতলা ২৭ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৯ কার্তিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলার প্রতিবাদে আগরতলায় বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজের বিক্ষোভ সভা ও ধরনা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

নামেমাত্র স্কুল নিয়ে রাজ্য সরকার বিব্রত

গ্রাম পাহাড়ে অব্যবহৃত স্কুলগুলি বেসরকারী সংস্থাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। নামেমাত্র স্কুল নিয়ে রাজ্য সরকার রীতিমতো বিব্রত। এই অবস্থায় রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্রাম পাহাড়ের অব্যবহৃত স্কুলগুলিকে বেসরকারী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার। মঙ্গলবার রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর তথ্য ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানান, আজ রাজ্য মন্ত্রিসভায় শিক্ষা দপ্তরের অধীনে যে সমস্ত বিদ্যালয় অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে সেই সমস্ত বিদ্যালয়সমূহগুলিতে দেশের নামিদামি প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগের জন্য এক্সপ্রেশান অব ইন্টারেস্ট আহ্বান

মঙ্গলবার মহাকরণে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরফলে রাজ্যে গুণগত শিক্ষা বৃদ্ধি পাবে। তিনি জানান, বছরে দুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে কোন কোন বিদ্যালয় অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে তা চিহ্নিত করা হবে। পাশাপাশি দপ্তরের প্রদত্ত নিয়মাবলির যোগ্যতা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই অব্যবহৃত বিদ্যালয়গুলি ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের বেতন ইত্যাদি সহ সম্পূর্ন ব্যয়ভার বহন করবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে মন্ত্রী জানান।

মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আরও জানিয়েছেন, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ মিশন ১০০ অন্তর্গত বিদ্যা জ্যোতি স্কুল প্রকল্প চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী লেভেলের ১০০টি বিদ্যালয়কে চিহ্নিত করা হবে। এই বিদ্যালয়গুলিকে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা প্রদান করে সেন্টার অব এক্সিলেন্সের আওতায় আনা হবে। এরফলে রাজ্যে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামীর পরকীয়া নিয়ে বিবাদের জেরে দুই মহিলার সংঘর্ষ, গুরুতর আহত দু'জনই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। খোয়াইয়ের গৌরনগরে এক মহিলার স্বামীকে নিয়ে দুই মহিলার মধ্যে মারমুখী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তাতে দুই মহিলা আহত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

খোয়াই থানার অন্তর্গত গৌরনগর এলাকায় মঙ্গলবার সকালে শেফালী সিনহার স্বামী প্রদীপ সিনহার সাথে গ্রামের বাসিন্দা মমতা সিনহার অবৈধ সম্পর্কের জেরে শেফালী সিনহা(৫০) ও মমতা সিনহার(৪৫) মধ্যে মারমুখী সংঘর্ষ বাধে গৌরনগর গ্রামে। সংঘর্ষে আহত হন উভয় মহিলা। এই সংঘর্ষের খবর পেয়ে এলাকার অন্যান্য মহিলারা মমতা সিনহাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে রক্তাক্ত জখম করেন। খবর পেয়ে ছুটে যায় খোয়াই থানার পুলিশ।উল্লেখ্য,গৌরনগর এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ সিনহার সাথে এক মহিলা মমতা সিনহা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হন।

শেফালী সিনহার স্বামী প্রদীপ সিনহার সাথে অবৈধ সম্পর্কের জেরে শেফালী ও মমতার উভয়ের মধ্যে এর পূর্বেও সংঘর্ষ হয়েছিল ও প্রতিদিন ঝগড়া লেগে থাকে। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রতিনিয়ত অশান্তি বিরাজ করছে। কিছুদিন পূর্বে দুই মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শালগড়ায় সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। গোমতী জেলার উদয়পুরের সালগড়া এলাকায় এক যুবককে গতকাল রাতে পিটিয়ে গুরুতর জখম করে অর্ধমৃত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়। গভীর রাতে পরিবারের লোকজন তাকে শালগড়া স্কুল মাঠ থেকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। আবারোও একদল দুষ্কৃতী দ্বারা আক্রান্ত এক যুবক। ঘটনা সোমবার গভীর রাতে উদয়পুর শালগড়া স্কুল মাঠে।কে বা কারা রাজিব শীল নামে এক যুবককে প্রচণ্ড মারধোর করে ফেলে রেখে যায়। রাজীব শীল রাত গভীর হওয়াতে বাড়িতে না আসায় বাড়ির লোকজন খুঁজতে বের হয়।বহু জায়গায় খোঁজাখুঁজি করার পর দেখতে পায় বাড়ি থেকে কিছুটা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন, প্রতিবাদে ত্রিপুরায় ২৩টি স্থানে বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজের গণ অবস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার এবং হিন্দু মন্দিরে হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজ আজ ত্রিপুরায় একযোগে ২৩টি স্থানে গণ অবস্থানের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দন চক্রবর্তী জানান, বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তায় অবিলম্বে কমিটি গঠনের জন্য সেদেশের সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছি। সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে ওই দাবি সনদ আগরতলা স্থিত সহকারী হাই কমিশনারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আজ সারা ত্রিপুরায় ২৩টি শাখায় বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজ বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে ২ ঘন্টার গণ অবস্থান পালন করেছে। চন্দন বাবু বলেন, দূর্গা অষ্টমী থেকে বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়েছে। অতীতেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছে। এখন মন্দির, পূজা মন্ডপে হামলার ঘটনা বেড়েই চলেছে। তাঁর কথায়, বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরপত্তা দেওয়া হোক, বৈদিক ব্রাহ্মন সমাজ সেই দাবি জানাচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগামীদিনে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোন ধরনের বাধা বিপত্তি না আসুক, বাংলাদেশ সরকারকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হিন্দুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে বিশেষ কমিটি গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনারের কাছে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে দাবি সনদ তুলে দিয়েছি। তাঁর দাবি, আজ একই সময়ে সারা ত্রিপুরায় সংগঠনের ২৩টি শাখায় গণ অবস্থান পালন করা হয়েছে।

বাইখোরায় যান দূর্ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার মহাকুমর বাইখোরা থানা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় এক ব্যক্তির মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মনির উদ্দিন মিয়া।

রাজ্যে পথদুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন রাজ্যের কোন না কোন স্থানে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে চলেছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার শান্তিরবাজার এর বাইখোরা এলাকায় একটি দ্রুতগামী কমান্ডার জীপের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজনরা কমান্ডার জিপকে আটক করেন। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনাস্থল থেকে আহত মনির উদ্দিন মিয়াকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে তাকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। গোমতী জেলা হাসপাতাল থেকে তাকে জরুরী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরের রাজনগর গ্রামে পানীয় জলের জন্য হাহাকার, প্রশসন নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। গোমতী জেলার উদয়পুরের রাজ নগর কলোনী গ্রাম পঞ্চায়েতে রাস্তা ও পানীয় জলের সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না বলে অভিযোগ।

উদয়পুর মহকুমার রাজনগর কলোনীর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছয় নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘ বছর ধরে রাস্তা উন্নয়নের জন্য এলাকাবাসি দাবি জানিয়ে আসলেও কি গ্রাম পঞ্চায়েতে, কিংবা পূর্ত দপ্তর কেউ এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘ দিনের, বহুবার এলাকার জনগণ পানীয় জল নিয়মিত সরবরাহ করার জন্য দাবি জানিয়ে আসলেও জলসম্পদ দপ্তর কোন কর্নপাত করেনি। ফলে এলাকার জনগণের পানীয় জলের সমস্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

খাবার ও রান্না করার জন্য জলের অভাব দেখা দেয়। তাছাড়া যে পরিমান জল সরবরাহ করা হচ্ছে তা ও অপরিস্রুত অভিযোগ। স্থানীয়রা অভিযোগ করেছেন নামেই পানীয় জল, কিন্তু তার মধ্যে আয়রনের পরিমাণ খুব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বর্বরোচিত নির্যাতন করে গৃহবধূকে হত্যা শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। অমরপুরের সর্বং এলাকায় এক গৃহবধূকে পরিকল্পিতভাবে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছেন মৃতারবাপের বাড়ির লোকজন। এ ব্যাপারে বীরগঞ্জ থানার অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে সুনির্দৃষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

গত মঙ্গলবার অমরপুরের বীরগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরবং এর বাসিন্দা রসময় দেবনাথের বড়পুএ সঞ্জয় দেবনাথের স্ত্রী প্রতিমা দেবনাথকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বুধবার প্রতিমা মারা যায়। পরবর্তী সময়ে প্রতিমার মা মরনী দেবনাথ উদয়পুর থেকে অমরপুর বীরগঞ্জ থানায় প্রতিমার স্বামী সঞ্জয় দেবনাথ, শশুর রসময় দেবনাথ, শাশুড়ী পারুল দেবনাথ, দেবর সুমন ও দেবরের স্ত্রী মনি দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা করেন।ভারতীয় দন্ডবিধির ৪৯৮/৩০২/৩৪ মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।মামলার নম্বর ৬০/২০২১. মৃতার মা জানিয়েছেন পরিকল্পিত ভাবে তার মেয়েকে খুন করা হয়েছে।এখনো আসামী গ্রেপ্তার হয়নি।

মঙ্গলবার মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী মৃতার বাপের বাড়ি উদয়পুর গকুলপুর হঠাৎ কলোনি বাজারে আসেন এবং মৃতার মা মরনী দেবনাথের সাথে কথা বলেন।পরে সাংবাদিকদের মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন জানান, ঘটনার পরিপেক্ষিতে তিনি এলাকা পরিদর্শন করে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছেন।পুলিশ এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার না করায় পুলিশের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি।প্রয়োজনে মৃতদেহ যেখানে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে তুলে ময়না তদন্ত করা হবে বলে জানান মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে আসছেন ৩১ অক্টোবর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় আসছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৩১ অক্টোবর তিনি ত্রিপুরায় আসবেন। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সঙ্গে তিনি বলেন, পুর ও নগর নির্বাচনে তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তবে, প্রার্থী তালিকা নিয়ে এই মুহুর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে, অমরপুরের নতুনবাজারে তৃণমূলের যোগদান সভা শাসক দলের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিকারীরা বানচাল করে দিয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

এদিন কুণালবাবু বলেন, আজ গোমতি জেলায় অমরপুরে নতুনবাজারে পূর্ব নির্ধারিত যোগদান সভার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্ত, শাসক দলের সমর্থিত দুষ্কৃতিকারীরা ওই সভা বানচাল করে দিয়েছে। পুলিশ পথে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশে কৃষক হত্যার প্রতিবাদে আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল কৃষক সভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। সারা ভারত কিষান সভা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল ও সভা সংগঠিত করা হয়। সারা ভারত কিষান সভা রাজ্য কমিটি মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরের সিটি সেন্টারের সামনে থেকে তিন দফা দাবির ভিত্তিতে এক বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করে। বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরয়েন্ট চৌমুহনীতে এসে সমবেত হয়। সেখানে জমায়েত স্থলে বক্তব্য রাখেন, সারা ভারত কিষান সভার রাজ্য কমিটির সভাপতি অঘোর দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

রাজ্য কমিটির সভাপতি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য নানা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। এভাবে এর ষড়যন্ত্র করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জোলাইবাড়িতে বিজেপিতে যোগ দিলেন ১৫৮৪ ভোটার, বরণ করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৬ অক্টোবর।। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির উদ্যোগে জোলাইবাড়ী দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয়মাঠে এক যোগদানসভার আয়োজন করাহয়। মঙ্গলবার বিকেল আনুমানিক ২ টা ২০ মিনিট নাগাদ এই যোগদানসভায় উপস্থিত হন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। জোলইবাড়ী মন্ডল বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের সভায় ৫০৮ পরিবারের ১৫৮৪ ভোটার বিভিন্ন দলত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। দলত্যাগীদের হাত দলীয় পতাকা দিয়ে বরণ করেনেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

আজকের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিলোনিয়া বিধানসভার বিধায়ক অরুনচন্দ্র ভৌমিক, বিজেপির রাজ্য কমিটির সহসভাপতি তথা প্রাক্তন ডেপুটিস্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, দক্ষিন জেলার জেলা সভাধিপতি কাকলী দাস দত্ত, বিজেপির দক্ষিন জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ী বিজেপির যুবমোর্চার সভাপতি কেশব চেঁধুরী সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কথা সকলের সামনে উপস্থাপন করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান বিগত বাম আমলে ত্রিপুরা রাজ্যকে কেউ চিনতো না। বর্তমানে রাজ্যে বিজেপি সরকাব. গঠনের পর ত্রিপুরাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছে। প্রথমত আনারসের মাধ্যেম সকলে ত্রিপুরাকে চিনতে শুরু করেছে। বর্তমান সময়ে অমিত সাহের সহযোগীতায় ত্রিপুরা রাজ্যে গড়ে উঠতে চলছে ফরেন্সিক কলেজ। ভারতবর্ষে শুধুমাত্র গুজরাটে একটি ফরেন্সিক কলেজ রয়েছে।

এখন ত্রিপুরা রাজ্যেও গড়ে উঠতে চলেছে ফরেন্সিক কলেজ। এতেকরে লোকজনের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ভারতের বাইরে থেকেও ত্রিপুরায় লোকসমাগম ঘটবে বলে আশাব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। আজকের বক্তব্যের মধ্যদিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান বর্তমান সময়ে মহিলাদের নামে অনেকগুলি সরকারি নায্যমূল্যের দোকান দেওয়া হয়েছে। এই সরকারি নায্যমূল্যের দোকানে রেশন সামগ্রীর পাশাপাশি বিভিন্ন স্বসহায়ক দলের উৎপাদিত সামগ্রীও বিক্রি করা হবে। এতে করে স্ব সহায়ক দলের সদস্যরাও উপকৃত হবে। বিগতদিনে স্ব সহায়ক দলের মহিলারা উৎপাদিত সামগ্রী সঠিকভাবে বাজারজাত করতেপারতোনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি, আগরতলায় বিক্ষোভ ও ধর্ণা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। পেট্রোল, ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেস বিক্ষোভ মিছিল ও ধর্ণা সংগঠিত করেছে। ধর্ণা মঞ্চ থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষের দাবি, রুটি, কাপড় ও বাসস্থানের লড়াই, অন্য কোন শ্লোগান দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। ত্রিপুরায় তৃণমূলের স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনর সুবল ভৌমিকের কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া রাজ্য ত্রিপুরা অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত। তাই, মূল্যবৃদ্ধির জাতাকল থেকে রেহাইয়ে আলাদাভাবে ভর্তুকি ব্যবস্থা করুক কেন্দ্রীয় সরকার, দাবি করেন তিনি। আজ বনমালীপুর তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে গণরাজ চৌমুহনী পেট্রোল পাম্পের বাইরে ধর্ণা প্রদর্শীত হয়েছে।

এদিন সুবল বাবু বলেন, সারা দেশের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল এখনও নানাভাবে পিছিয়ে রয়েছে। তাই, এই অঞ্চলের উন্নয়নে পৃথক মন্ত্রক এবং পূর্বোত্তর উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। তাঁর দাবি, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। তাই, অন্য রাজ্যের সাথে তুলনা টেনে আনা উচিত হবে না। তাঁর মতে, বিশেষ ভর্তুকি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের আর্থিক বোঝা থেকে মুক্তির পথ বের করতে হবে। কারণ, মূল্যবৃদ্ধির জাতাকলে মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। তাঁর বক্তব্য, লাগাতর মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আজ তৃণমূল কংগ্রেস ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ২১ ■ ২৭ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৯ কার্ত্তিক ■ বুধবার ■ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ভারতের জোর ধাক্কা

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় ,পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। কবির এই উক্তি আমাদের দেশেও যেন সমসাময়িক। কেননা আত্মনির্ভর ভারতের জোর ধাক্কা খাইয়াছে। সেই আত্মনির্ভর ভারত এখন ক্ষুধার জ্বালায় জ্বলিতেছে। বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে সাত ধাপ নামিয়া এখন ১০১ নম্বরে ভারত। আরও গ্লানির, প্রতিবেশী তিন রাষ্ট্র অগ্রসর হইয়া গিয়াছে ভারতের থেকে। নেপাল, পাকিস্তান, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের থেকে অনেকটাই ভালো। আমাদের আর এক প্রতিবেশী দেশ চিন রহিয়াছে তালিকার একেবারে শীর্ষে। অথচ ২০২০ সালের হিসেবেও ৯৪ তম অবস্থানে ছিল ভারত।জিএইচআই-এর এই তালিকাকে মান্যতা দেয় সারা বিশ্ব। যদিও আমরা জানি, ভারত সরকার ও ভক্তরা এইসব সংস্থার মর্যাদা স্বীকার করিবে না। যেমন স্বীকৃতি দেওয়া হইবে না ইকোনমিস্ট মূল্যায়ন। সেই রিপোর্টে ভারতকে বর্ণনা করা হইয়াছে ”ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র” হিসাবে। তাহাতে বলা হইয়াছে, ২০১৪ সালে ভারত ৭.৯২ নম্বর পাইয়া সারা পৃথিবীতে ২৭ নম্বর স্থানে ছিল, কিন্তু ৬ বছর পরে ২০২০ সালে ৬.৬১ নম্বর পাইয়া সারা পৃথিবীতে ৫৩ নম্বর স্থানে রহিয়াছে। পৃথিবীর ১৬৭টি দেশ এই সমীক্ষার আওতায় আসে। যদিও ভারত সরকার এই সমীক্ষা বা পর্যবেক্ষণকে কোনও নম্বর দিতে নারাজ। যেমন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ২৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কমিশনের চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি অরুণ মিশ্র দাবি করিয়াছেন, ”আন্তর্জাতিক শক্তির অঙ্গুলিহেলনে ভারতের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তোলাটা এক রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।” তাঁহার বক্তব্য, এই ভারতে কোনওরকম মানবাধিকার লঙ্ঘন হয় না, সবটাই বিদেশিদের বানানো !এবার আসা যাক জিএইচআই নিয়া। ১৬ অক্টোবর বিশ্ব খাদ্য দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে এ বছরের বিশ্ব ক্ষুধা সূচকের ক্রমতালিকা। সেই তালিকায় ভারতের ধারাবাহিক অবনমন অব্যাহত। প্রতি বছর আয়ারল্যান্ডের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ‘কনসার্ন ওয়ার্লওয়াইড’ এবং জার্মান সংস্থা ‘ওয়েল্ট হাঙ্গার হিলফ’ যৌথভাবে বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ক্ষুধার পরিমাণ নির্ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে যে কোনও দেশের সমসাময়িক অর্থনৈতিক অবস্থান, শিশু স্বাস্থ্য এবং সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অসাম্যের মতো বিষয়গুলি। এর সঙ্গে বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে ‘গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স’ বা জিএইচআই স্কোর নির্ধারণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অপুষ্টিজনিত সমস্যা, শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা এবং শিশুমৃত্যু হারের মতো বিষয়। তারই ভিত্তিতে ২০২১ সালে ভারতের স্থান হইয়াছিল ১০১। তালিকা প্রস্তুতকারীরা একে ‘ভয়াবহ’ হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছেন। বিশ্ব ক্ষুধা ক্রমতালিকায় ভারতের পিছনে রহিয়াছে পাপুয়া নিউগিনি (১০২), আফগানিস্তান (১০৩), নাইজেরিয়া (১০৩), কঙ্গো (১০৫), মোজাম্বিক (১০৬), সিয়েরা লিওনে (১০৬), তিমোর-লেস্তে (১০৮), হাইতি (১০৯), লাইবেরিয়া (১১০), মাদাগাস্কার (১১১), ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ দি কঙ্গো (১১২), চাড (১১৩), সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (১১৪), ইয়েমেন (১১৫) ও সোমালিয়া (১১৬)। তবে ১৯টি দেশ থেকে যথেষ্ট তথ্য না পাওয়ায় তালিকায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি বলিয়া সংস্থার তরফে জানানো হইয়াছে।মূলত চারটি বিষয়কে সামনে রাখিয়া সেই মাপকাঠি অনুযায়ী তৈরি হয় এই সূচক। এগুলি হল:অপর্যাপ্ত পুষ্টি,শিশুদের ক্ষয়, অর্থাৎ পাঁচ বছরের কম বয়েসি শিশুদের মধ্যে ক্ষয়ের পরিমাণ (উচ্চতার তুলনায় কম ওজন, যার মূলে রয়েছে পুষ্টির অভাব),শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি হ্রাস, অর্থাৎ পাঁচ বছরের কম বয়েসি শিশুদের মধ্যে বয়সের তুলনায় কম উচ্চতার হার (যার অর্থ হল দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি)পাঁচ বছরের কম বয়েসি শিশুদের মধ্যে মৃত্যুর হার।এই মাপকাঠিতে ১০০ পয়েন্টের ভিত্তিতে প্রতিটি দেশের স্কোর হিসেব করিয়া বিশ্ব ক্ষুধা সূচক প্রকাশ করিয়া থাকে ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট। সূচকে সেরা স্কোর হইল শূন্য। আগের বছরের তুলনায় স্কোর বাড়ার অর্থ হইল সেই দেশের ক্ষুধা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাইতেছে। আর স্কোর কমিয়া যাওয়ার অর্থ হইল সেই দেশের খাদ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নতি হইতেছে।এবারের রিপোর্টে গোটা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়াইয়া পড়ায় বিশ্বের অর্থনীতি যে এক বছর ধরিয়া থমকিয়া গিয়াছিল, তাহা-ও উল্লেখ করা হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে, ”কোভিড-১৯”-এর ফলে ভারতে যে বিধিনিষেধ জারি হইয়াছিল, তাহার ফলে দেশের নাগরিকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। অপুষ্টিজনিত কারণে শিশুদের রোগে ভোগার পরিমাণও বেশি ভারতে। , সামগ্রিকভাবে ভারতের অবস্থান হতাশাজনক হইলেও আগের থেকে উন্নতি হইয়াছে কয়েকটি বিভাগে। যেমন পাঁচ বছরের কমবয়েসিদের মৃত্যুহার কিংবা অপুষ্টির হার কমিয়াছে। রিপোর্টে মোদীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানের উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে আক্ষেপ করা হইয়াছে, ”প্রচুর নতুন শৌচালয় নির্মাণ করা সত্ত্বেও খোলা জায়গায় শৌচকর্ম করা হইতেছে।। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং তাহার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিশুদের বৃদ্ধি এবং বিকাশও যেহেতু খাদ্যগুণ গ্রহণ করিতে পারে না তাহাদের শরীর।”দেশের পরিচালকদের এই বিষয়ে আরও গভীর মনোনিবেশ করিয়া দেশকে খাদ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারতের পক্ষে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরী।

মুর্শিদাবাদে যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় মৃত দুই বাইক আরোহী

মুর্শিদাবাদ, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার গাইঘাটা মোড়ের কাছে যাত্রীবাহী গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহীর। মঙ্গলবার দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম পিন্টু রবিদাস (৩৬) এবং রবিউল শেখ (৪১)। দু'জনেরই বাড়ি বীরভূমের শ্রীরামপুর এলাকায়। এদিন পিন্টু ও রবিউল বাইকে চেপে সুতির কেবি রোড ধরে হারুয়া থেকে রাজ গ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উলটোদিক থেকে আসা যাত্রীবাহী গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁদের বাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই দুই বাইক আরোহীর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে সুতি থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। দুর্ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস, জখম প্রায় ৭

রায়না , ২৬ অক্টোবর (হি স)। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল যাত্রীবোঝাই বাস। উল্টে যাওয়া বাসের যাত্রীরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন ৭ জন। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের রায়নার মিরেপোতা এলাকায় বর্ধমান আরামবাগ রোডে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাসটি কাইতি থেকে বর্ধমানের দিকে যাচ্ছিল। মিরেপোতা বাজার পেরিয়ে বর্ধমান-আরামবাগ রোড ধরে যাওয়ার সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন বাসচালক। এরপর প্রথমে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মারে বাসটি। তারপর সামলাতে না পেরে পাশের নয়ানজুলিতে উল্টে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে এসে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। ঘটনার জেরে খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশ কিছুক্ষণ ব্যহত হয় আরামবাগ রোডের যানচলাচল। কিছুদিন আগেই হাওড়ার জগৎবল্লভপুরেও প্রায় একইরকমের একটি বাস দুর্ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় মৃত্যুও হয় একজনের। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় কলকাতাগামী একটি বাস। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একজনের। বেশ অনেকক্ষণ ধরে চলেছিল উদ্ধারকাজ।

রবীন্দ্রনাথের খেলাধুলা

ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত

‘হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে’।....
থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা---
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!

খেলাধুলার কথা বলার আগে রবীন্দ্রনাথ বলতে যে ছবিটা আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তা কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, সঙ্গীতস্রষ্টা, নৃত্যুনাট্যকার, শিল্পী ইত্যাদি। এছাড়া তিনি যে প্রাচ্যের অন্যতম শিক্ষাবিদ একথাও সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর মত একজন দার্শনিক শিক্ষাবিদ খেলাধুলা বিষয়টিকে কীভাবে নিয়েছিলেন তা হয়ত অনেকেরই জানা নেই। অন্যান্য বহু বিষয়ের মত রবীন্দ্রনাথ খেলাধুলা নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করেছেন , এবং নিজেও রীতিমত প্রতিদিন তার বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে কখনও ক্রিকেট খেলেছেন বলে জানা যায়নি। শান্তিনিকেতনে শিক্ষক রেবাচাঁদ ছিলেন দারুণ ক্রিকেট খেলোয়াড়। তাই ছাত্রদের ক্রিকেটে উৎসাহী করে তুলতে রেবাচাঁদকে নিয়োগ করেছিলেন।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে টেনিস খেলতেন। ইংরেজদের এক শ্রেণির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ তরুণ বয়স থেকেই ছিল, তাঁদের সঙ্গে খেলাধুলা আমোদ প্রমোদে যোগ দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। এছাড়া স্বাস্থ্য ভালে।রাখতেনও তিনি নিয়মিত টেনিস খেলতেন, এমনটাও শোনা গেছে। ১৮৮৯ সালে শোলাপুর থেকে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে একটি চিঠিতে লিখছেন--- ‘সম্প্রতি একদা সন্ধ্যাবেলায় এখানকার ইংরেজ মণ্ডলীর সঙ্গে (টেনিস) খেলবার সময় পড়ে গিয়ে পা ভেঙে বসে আছি’।

তবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোটবেলায় খোলাধুলার বিশেষ সুযোগ পাননি। ছেলেবেলার সঙ্গিনী লীলার সঙ্গে খেলার সময় বা তেতলার ছাদে থাকার সময় বালক মনের অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকত কল্পনা প্রবণতা। অন্দরমহলে মেয়েদের নানারমক তাসখেলা দেখেছিলেন কিশোর কবি। সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন মানুষটির জীবনে খোলাধুলার তীব্র আকর্ষণের চিহ্ন সেভাবে আমরা পাই না। সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করার পর অকালে যখন স্ত্রী মৃণালিনী দেবী দেহত্যাগ করেন তখন শিশু পুত্র কন্যাদের ভার একলাই সামলাতে হয়েছিল তাঁকে। সেই সময় সন্তানদের মনোরঞ্জনের জন্য, তাদের সুস্থ আমোদ প্রমোদের মধ্যে দিয়ে মায়ের অভাব ভুলিয়ে রাখতে রবীন্দ্রনাথ যত্নশীল হয়েছিলেন। রবীন্দ্র কন্যা মীরা দেবী বাবার সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করেছেন, ‘বাবা আমাদের নিয়ে নানারকম (Indoor Games) খেলতেন’ একটা ছিল---একটা কোনও লাইন লিখে তার শেষের কথাটা বলে দিতেন, তারপর সেটা দিয়ে আমাদের আবার একটা লাইন লিখতে হত। এমনি করে অনেক সময় বেশ একটা গল্প তৈরি হয়ে যেত’। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে খেলার মধ্যে দিয়ে সন্তানদের মানসিক শক্তি বিকাশে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের খেলা খেলতেন ও তাদের খেলাধুলাতে যোগ দিতেন। শান্তিনিকেতনের প্রাচীনা। ছাত্রী অমিতা সেনের স্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি---‘মহাভারত পড়ানোর ফাঁকে ফঁকে তিনি আমাদের সঙ্গে শব্দের খেলা করতেন। নতুন নতুন শব্দে নতুন নতুন বাক্য রচনা হত’।

ইন্দিরাদেবী তাঁর স্মৃতি গ্রন্থে জানিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ‘প্রমারা’ নামে একটি পয়সার খেলা হত। এই ‘প্রমারা’ সম্পর্কে ‘স্মৃতিসম্পুট’ -গ্রন্থের শেষে প্রসঙ্গ কথায় বলা হয়েছে---‘প্রমারা’ তৎকাল প্রচলিত একটি পয়সার খেলা। অবসর সময়ে জোড়াসাঁকো বাড়ির কেউ কেউ এই খেলায় সময় কাটাতেন, জানা যায়। এই খেলার রবীন্দ্রনাথ বিশেষ অভ্যস্থ না হলেও দু-একবার যোগ দিয়েছেন। বঙ্গদর্শনে কবি লিখছেন, ‘এই সময় এ অঞ্চলে প্রমারা খেলিত, পাড়ায় পাড়ায় প্রমারার আড্ডা ছিল। বালকেরা পর্যন্ত এ খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। কোজগরি লক্ষ্মী পুজোর রাত্রে নারিকেল জল খাওয়া যেমন অবশ্য কর্তব্য ছিল, সেই রূপ ওই রাত্রে প্রমারা খেলা ও অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল’।

প্রথম চৌধুরিকে একটা চিঠিতে লিখছেন, ‘শুনে খুশি হবে কালিগ্রামে একত্রে নৌকাবাসকালীন লোকেনের কাছে আমিও দু-একটা (lesson) নিয়েছি’। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ‘প্রমারা’ খেলার উল্লেখ পাওয়া যায়। কবিতাটি-

মেঘ্লা শ্রাবণের বাদ্‌লা রাতি
বাহিরে ঝড় বাতাস,
জান্‌লা রুধি ঘরে জ্বালায়ে বাতি
বন্ধু মিলি খেলে তাস।....
অবন বলে বাই তর্কে কাজ নাই
প্রমারা হোক এক বাজি সরম
মুদি চোখ বলিল তাই হোক
সত্য কহে আছি রাজি।

ইন্দিরাদেবী রবীন্দ্রনাথের খেলা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন—‘রবিকাকাও সপরিবারে প্রায়ই আসতেন। রথীর আত্মকথায় তার উল্লেখ আছে। কিন্তু তিনি সে খেলায় যোগদান করতেন না। যতদূর মনে পড়ে, রবিকাকাকে কোনও সাধারণ খেলায় কখনও যোগ দিতে দেখিনি। তবে এরকম খেলায় যোগ না দিয়ে তাঁর স্বাভাবিক উদ্ভাবনি শক্তি আমাদের সঙ্গেও নতুন নতুন খেলায় প্রকাশ পেত। যথা, পাঁচজনে একত্রে বসে মুখে মুখে পালাক্রমে গল্প রচনা করা। ‘মেরি সার্কেল’ বলে একটা ইংরেজি বই দিয়েছিলেন, তাতেও নানারকম ঘরে বসে খেলার বর্ণনা ছিল’। রাণী চন্দ্র তাঁর স্মৃতিচারণে তাস খেলার কথা জানিয়েছেন, ‘ এ খেলাটা আমাদের বাড়িতেই খেলতাম। ছুটির দিনে দুপুরবেলা বন্ধুবান্ধব রথীদা সুরেনদা জন কয়েক মিলে। খেলার শেষে হিসাব দিতাম গুরুদেবকে। গুরুদেব বলতেন, ‘আমি এরকম তাস খেলা জানতুম, পয়সা দিয়ে খেলতুম ছেলেবেলায় বিলেতে শিখেছিলুম। দাঁড়া মনে করে নিই, শিখিয়ে দেবখ’ন।

মংপুতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাস খেলার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন মৈত্রেয়ী দেবীকে। মৈত্রেয়ী দেবীর গ্রন্থ থেকেই উদ্ধৃত করি, ‘এখানে সন্ধ্যাবেলা তোমরা কি কর? তাস খেল না? আজকাল যে ওই এক খেলা হয়েছে ব্রীজ”?

‘না ওসব আমার আসে না একেবারে’। আমারও না, তবে একসময় একটু একটু খেলেছি বটে দায় পড়ে। আমাদের সময় সব অন্যরকম খেলা ছিল, গ্রাবু খেলা হত সব।’ আজ তাস খেলবেন সন্ধ্যাবেলায়? ‘মন্দ কি?

মৈত্রেয়ী দেবীরা সন্ধ্যাবেলায় সবাই মিলে তাস সাজিয়ে বসলেন। কবির সঙ্গে তাস খেলায় মজা গ্রহণে আগ্রহী সবাই। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে জানতে পারি কবি বলছেন , ...‘ দেখ, আমি তোমাদের ওসব আধুনিক খেলা মোটেই জানিনে। দুটো খেলা জানি একটার নাম ন্যাপ্ আর একটার নাম -(সে আমার লেখা নেই, খেলাটা অনেকটা Poker খেলার মত) সবাই মিলে টেবিল ঘিরে খেলতে বসা হল, আলুবাবু বললেন, ও কি আপনি গুরুদেবের পাশে বসেছেন যে? তাহলে আপনাদের পার্টনার হতে দেওয়া যাবে না। ‘বা, তাতে কি হয়েছে বসলেই হল’!

‘কৈ তোমাদের সম্বল কি? টাকা বের কর, বিনি পয়সায় তাস খেলবে তা হবে না, এবার আমার স্বচ্ছল অবস্থা, সাড়ে উনিশ টাকা থলি ভর্তি তা জানো? অবশ্য এখন আছে কি না তা জানিনে।’ সুধাকান্তবাবু ধরে ফেললেন, ‘এ কি কাণ্ড, নিশ্চয়ই কিছু গোলমাল করেছেন আপনারা, তাস বদল করেছেন।’

উনি হেসে হাতের তাস ফেলে দিলেন ‘নাঃ এরকম মোটাবুদ্ধি পার্টনার নিয়ে আর যাই হোক, তাস খেলা চলে না। কতক্ষণ থেকে ইশার করছি, বোকার মত হাঁ করে চেয়ে আছে। তার চেয়ে কবিতা পড়া যাক। এরকম স্থূল বুদ্ধির পক্ষে তাসের চেয়ে কবিতাই ভালো।

আরকটি অদ্ভুত ধরনের খেলা খেলতেন কবি। খেলাটির বিবরণ মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা থেকে আবার উদ্ধৃত করছি.... ‘হঠাৎ দুই হাত দুই কানের উপর চাপা দিয়ে বললেন, শিগগির বল এটা কি? কোথাও কিছু নেই, কি প্রশ্ন বুঝতেই সময় লাগে। কি আবার? হ্যাঁ, অত চট কর যদি বলবে তবেই হয়েছে। ভেবে ব এটা চাপকান....। তার পরে প্রায়ই এই খেলাটা হত, এর নাম শ্যারাড। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

আতঙ্কে নয়, সচেতন থেকে রুখুন করোনা ভাইরাস

অনুভব বেরা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যেই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণকে মহামারী ঘোষণা করেছে। বিশ্বের সাতটির মধ্যে ছ'টি মহাদেশের ১৪৬টি রাষ্ট্র আজ করোনা ভাইরাসের কবলে। ১, ৭৫,৫০০ বেশি মানুষ করোনা আক্রান্ত। মরা গেছেন ৭০০০ ও বেশি মানুষ। ভারতে মৃতের সংখ্যা ২, আক্রান্ত ১৩০ ছুঁইছুঁই। দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল কলেজ বন্ধ করা হচ্ছে। বন্ধ সিনেমা হল। সুনসান শপিংমহল। আতঙ্কের এই আবহে গুজব ছড়াচ্ছে কিছু বিকৃতমস্তিষ্কে র মানুষ। মাস্কের কালোবাজারি চলছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য এই কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সেই সকল পরামর্শ ও কিছু নতুন তথ্য এই নিবন্ধে।

বিভাবে সংক্রমণ- করোনা ভাইরাস বন্যপ্রাণী যেমন প্যাঙ্গোলিন বা কালাজের দেহ থেকে মানুষের শরীরে এসেছে বলে অধিকাংশ বিজ্ঞানীদের ধারণা। এপর মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে চড়িয়ে পড়ে প্রাণঘাতী হয়ে উঠেছে এই মারণ বাইরাস। এই ভাইরাস সাধারণ আক্রান্ত রোগীর কফ থুতুর মধ্যই সীমাবদ্ধ। রোগী হাঁচলে বা কাশলে এই ড্রপলেট ছড়াতে শুরু করে বলে অধিকাংশ চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের মত। (তবে এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানীরাই নিশ্চিত নন, ওঁচি কাশি(ড্রপলেট) বা বায়ুবাহিত (এরোসল) কিনা এই রোগ) যাই হোক কাপড়, গামছা বা জামায় সংক্রমিত ড্রপলেট পড়লে তা ১২ ঘন্টা বাঁচতে পারে । চেয়ার, টেবিল বাস ট্রেনের হাতল, দরজার হাতল, এটিএম স্ক্রিনে বা শক্ত কিছুর ওপরে তা ৪৮ ঘণ্টা বা দুই দিন বাঁচতে পারে। মানব শরীরের কোষে এর প্রবেশের একটি কৌশল আছে। মানব শরীরের সুস্থ কো,ের কোষপর্দায় থাকা এ সি ই -২ রিস্পেটরকে করোনা ভাইরাস তারসূচলো কাঁটা দিয়ে আঁকড়ে ধরে ফুটো করে ঢুকে পড়ে। এবার কোষের মধ্যে বংশবৃদ্ধি ঘটায়। যেকোন ভাইরাস শরীরে ঢুকে সংক্রমন করতে গেলে তার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রয়োজন হয়। একে ‘ভাইরাস লোড’ বলে। এই সংখ্যা পেলে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নতুন নতুন কোষকে আক্রমণ করে এ সি ই-২ রিস্পেটর মানুষের শরীরে সর্বত্রই বিরাজমান। সংখ্যায় তুলনামূলক বেশি থাকে ফুসফুস-পাচনতন্ত্র লিভাবে। ফলে সবার প্রথম ফুসফুস বিকল হয় তারপর পৌষ্টিকতন্ত্র ও লিভার।

কেন মারাত্মক রূপ ধারণ করেছে এই ভাইরাস- চিন, ইরান, ইতালি প্রভৃতি দেশের করোনো ভাইরাস সংক্রমণের প্রকৃতি দেশের করোনো

ভাইরাস সংক্রমণের প্রকৃতি তেকে বুঝতে পারা গেছে, এই রোগটি ক্লোজ কন্টাক্ট বা ছোঁয়াছুঁয়ি থেকেই বেশি প্রবণতা নিয়ে বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়েতে পারে এই ভাইরাস। সাধারণ বাইরাল জ্বরেই এক সঙ্গে বহু মানুষ ঋতু পরিবর্তেন সময় কাবু হন। সেই ভাইরাল জ্বরের তুলনায় কয়েক গুণ দ্রুতগতিতে করোনা ছড়ায় তাতে কী বিপুল সংখ্যাক মানুষ একসঙ্গে আক্রান্ত হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। করোনা সংক্রমণের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। একজন করোনা রোগী নিঃশব্দে বহু সুস্থ মানুষকে রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। মানুষের শরীরে ভাইরাসটি প্রবেশ ও লক্ষণ প্রকাসের মধ্যে (ইনকিউবেশন পিরিয়ড) সময় ৫-৬ দিন। রোগের উপসর্গ প্রকাশের দুই দিন আগেই এই ‘কোভিড ১৯’ পাশে থাকা সুস্থ মানুষের দেহে রোগ ছড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ রোগের লক্ষণ প্রস্ফুটত না। হলেও ‘কোভিড’ ক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ প্রকাশের বহু দিন পরে সংক্রমণ ছড়াতে থাকে। রোগী সে অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকে। তাই ব্যাপকভাবে জনারণ্যে সার্স ছড়িয়ে পড়েনি। গত ডিসেম্বর মাসে মানুষের শরীরে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ে। তারপর থেকে ভাইরাসটির মধ্যে মিউটেশন সমান তালে চলছে। সে যখন মানুষের শরীরে প্রবেশ করল তখন মানুষের শরীর চেনে না ভাইরাসাটিকে। এই নতুন ভাইরাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বব্যস্থা (অনাক্রম্যতা) তৈরি করতে সময় দিয়েছে প্রায় তিনমাস তার মধ্যেই মারা পড়েছেন ৭০০০ জন মানুষ। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ভাইরাসটি গণবিধ্বংসী হয়ে উঠেছে সম্ভবত তার আর এন এ সিকোয়েন্সিং বা মজ্জাক্রমের অদলবদল ঘটার জন্য।

করোনা প্রতিরোধ প্রতিধেক আসবে কিভাবে? সাধারণত প্রতিষেধক তৈরি করতে বিজ্ঞানীরা বাঁদর বা ইঁদুরের শরীরে জীবানু প্রবেশ করে তার প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন। এই জীবানুর বিরুদ্ধে শরীরে কি নতুন বস্তু (ওান্টিবডি) উৎপন্ন করছে তা জেনে নিয়ে তৈরি হয় প্রতিষেধক। এক্ষেত্রে জানা গেছে করোনা ভাইরাস বাঁদর বা ইঁদুরের শরীরে কোন বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই প্রতিষেধক তৈরি হবে কিভাবে? উপায় হল মানুষের কোষপর্দায় থাকা হুবহু এ সি ই-২ রিস্পেটর যুক্ত ট্রাসজেনিক বাঁদর বা ইঁদুর প্যাবরেটরিতে তৈরি করা। তা সময়সাপেক্ষ। এদিকে বিভিন্ন দেশ করোনা প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছে বলে দাবি করলেও তার কার্যকারিতা এখনো জানা যায়নি। আমেরিকা তার দেশে ১৪ মার্চ করোনা প্রতিষেধক ট্রায়াল শুরু করিয়েছে বলে জানা গেছে।

করোনা ভাইরাস ও মৃত্যুহার- করোনা ভাইরাসে মৃত্যুহার ৩ শতাংশ। যেকানে করোনা সমগোত্রের সার্সের মৃত্যুহার ১০ শতাংশ কিংবা সার্সের ৩০ শতাংশ। তবু এবারের করোনা ভাইরাস মৃত্যুহার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। বয়স্কদের করোনা সংক্রমণে মৃত্যুর আশঙ্কা বেশি থাকায় এমনটা হচ্ছে। নিউমোনিয়ার কারণেই সাধারণত বয়স্কদের মৃত্যু হয়। ৭০-৮০ বছর বয়স্কদের ক্ষেত্রে মৃত্যুহার প্রায় ১৫ শতাংশ। কারণ দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকার জন্য তারা দ্রুত ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি গড়তে পারে না। এমনও প্রকাশ করেছেন ভাইরাস বিশেষজ্ঞরা।

সচেতন থাকুন- করোনা নিয়ে অযথা ভয় না পেয়ে সতর্ক থাকা জরুরি। এই ব্যাপারে সাধারণ নাগরিক হিসেবে কিছু বিধি মেনে চলা উচিত। যেখানে সেখানে থুতু না ফেলা, রুমাল পরিষ্কার কাপড়ে বা শাড়ির আঁচলে, গামছা বা অন্য কোন কিছু মুখের কাছে রেখে হাঁচি দেওয়াটা উচিত। সন্দেহভাজন রোগীর থেকে ৬-৭ ফুট দূরে থেকে কথা বলা উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে মাস্ক পরা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সাধারণ মাস্ক তো নয়, এমনকি সার্জিক্যাল বা এন ৯৫ মাস্ক নভেল করোনা ভাইরাস আটকাতে অপারগ। সার্জিক্যাল মাস্ক বা এন ৯৫ মাস্ক রোগী অথবা স্বাস্থ্যকর্মীরাই কেবল পরবেন। রোগী পরবেন সুস্থ মানুষ যাতে তার থেকে সংক্রমিত না হন। স্বাস্থ্যকর্মীরা পরবেন। নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ও তার শরীরের অন্য কোন সংক্রমণ যাতে নাক-মুখ মধ্য দিয়ে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস আক্রান্ত রোগীর শরীরে ঢুকে বিপত্তি না বাড়ায়।

করোনা ঠেকাতে সাবান বা স্যানিটাইজার বার বার হাত ধোয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসকরা। এতে ৮০ শতাংশ বাইরাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। করোনা আক্রান্ত রোগী বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পরিবার থেকে পৃথক বা কোয়ারেনটাইন’ রাকা বাধ্যতামূলক। সেক্ষেত্রে বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষা প্রয়োজনে বাড়িতে বা হাসপাতালে ‘কোয়ারেনটাইন’ করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে উন্নত দেশে শিক্ষত সচেতন করোনা ভাইরাস রোগী স্বেচ্ছায় গৃহবন্দি থাকছেন। স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে চিকিৎসা করাচ্ছেন। আসলে ছোঁয়াছুঁয়ি আটকাতে না পারবে করোনা যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায়। তাই বড় বড় সমাবেশ, ভিড় এই মুহূর্তে এড়ানোই উচিত। সবশেষে বলি, গোমূত্রে চুমুক দিয়ে নাকি করোনা সারবে বলে যে প্রচার চলথে তা ভাণ্ডামি। মানুষের সচেতনতা ও আগামী দিনে বিজ্ঞান প্রযুক্তি করোনা জয় করবে এ আমাদের দৃঢ় ভাইরাস।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আলোর উৎসব দীপাবলিকে সামনে রেখে মোম তৈরিতে ব্যস্ততা। ছবি ঃ নিজস্ব

বিএনপির সমাবেশ ঘিরে উত্তপ্ত ঢাকা

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : বিএনপির সমাবেশ ঘিরে মঙ্গলবার তেতে উঠল রাজধানী ঢাকা। দলের নেতা-কর্মীরা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠি চালায়। ফাটায় টিয়ার গ্যাসের সেল। ঘটনায় উভয়পক্ষের কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রতিক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রেক্ষাপটে এই শান্তি শোভাযাত্রা ও সমাবেশের কর্মসূচি দিয়েছিল বিএনপি। তাতে অংশ নিতে সকাল থেকেই নেতাকর্মীরা নয় পল্টানে দলীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিতে শুরু করেন। তাদের অবস্থানের কারণে সড়কের এক পাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে বিএনপির এ কর্মসূচি ঘিরে সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। কাছেই দেখা যায় পুলিশের সাঁজোয়া যান। পুলিশের উপস্থিতির মধ্যে বিএনপি নেতা-কর্মীরা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ শুরু করলে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। 'এক হও লড়াই করো' 'জিয়ার সৈনিক হও, এক হও' 'মুক্তি মুক্তি মুক্তি চাই, খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই'- ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন বিএনপি নেতাকর্মীরা। সেখান থেকে দুই ডজনের বেশি নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করে নিয়ে যায় বলে বিএনপি নেতারা অভিযোগ করেছেন। তবে পুলিশের তরফ থেকে এ বিষয়ে কোনও বক্তব্য আসেনি।

বেলা ১১টায় বিএনপি অফিসের সামনে ছোট একটি ট্রাকে শান্তি সমাবেশ শুরু হয়। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ঢাকা মহানগর উত্তরের আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমান, দক্ষিণের আহবায়ক আবদুস সালাম, কেন্দ্রীয় নেতা রুহুল কবির রিজভী, ফজলুল হক মিলন, শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, যুব দল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্র দল, মহিলা দলের নেতারা সেখানে অংশ নেন।

সংঘর্ষের খবর দিতে গিয়ে বাংলাদেশ পুলিশের এক পদস্থকর্তা জানিয়েছেন, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফকরুল আলমের বক্তব্য শেষ হওয়ার দলের নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে এগোতে শুরু করেন। যদিও দলের মহাসচিব জানিয়েছিলেন মঙ্গলবার সভা থাকলেও মিছিলের কোনও কর্মসূচি নেই। সকালে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থেই আমরা মিছিল করছি না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাষণ শেষ হতেই দলের নেতা-কর্মীরা মিছিল শুরু করেন। রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশবাহিনীকে লক্ষ্য করে তাঁরা ঢিল ছুড়তে শুরু করেন। দলনেত্রী জিয়ার মুক্তির দাবিতে তাঁরা সরব হন। স্লোগান তোলে 'এক হও, লড়াই করো', 'জিয়ার সৈনিক এক হও', 'মুক্তি চাই, মুক্তি চাই, খালেদা জিয়ার মুক্তি চাই'। সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, মিছিল কাঁকরাইলের দিকে এগোলে নাইটিঙ্গেল মোড়ের কাছে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি নেতা-কর্মীরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পুলিশকে লক্ষ্য করে ঢিল ছুড়তে শুরু করলে পরিস্থিতি রীতিমতো তেতে ওঠে। মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ প্রথমে লাঠিচার্জ করে। পরে ফাটায় টিয়ারগ্যাসের সেল। এই খবর লেখা পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। নেতাই কোনও বিএনপি নেতা-কর্মীর গ্রেফতারের খবর।

বাড়ছে করোনা, সোনারপুরে তিনদিনের লকডাউন ঘোষণা প্রশাসনের

সোনারপুর, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : গত কয়েকদিনে লাফিয়ে লাফিয়ে করোনা সংক্রমণ বাড়ছে গোটা সোনারপুর এলাকা জুড়ে। আর সেই কারণে আগামী ২৮ থেকে ৩০শে অক্টোবর রাজপুর সোনারপুর পুর এলাকায় লকডাউনের সিদ্ধান্ত নিল প্রশাসন। মঙ্গলবার এ বিষয়ে হরিনাভিতে পুরসভার প্রধান কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, বারুইপুরের মহকুমা শাসক সুমন পোদ্দার, জেলার অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ইন্দ্রনীল মিত্র, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক অনুপ কুমার মিশ্র, সোনারপুর ও নরেন্দ্রপুর থানার আইসি ও পুর প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য ও বাজার কমিটির সদস্যরা। অত্যাবশকীয় পরিষেবা ছাড়া সমস্ত কিছুই বন্ধ থাকবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি, মাস্ক ব্যাবহার ও কোভিড বিধি পালনেও জোর দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

দুর্গাপুজোর পর থেকেই সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছিল রাজপুর সোনারপুর পুরসভা এলাকায়। ইতিমধ্যেই ১৯ টি মাইক্রো কন্টাইন্মেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে সোনারপুর থানার পুলিশ এলাকার বাজার গুলিতে মাস্ক না পড়ায় অভিযান চালিয়ে ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে। যেভাবে সংক্রমণ বাড়ছে তাতে চিন্তার ভাঁজ করতে শুরু করেছে প্রশাসনের কপালে। একদিকে যেমন লকডাউন ঘোষণা করে সংক্রমণকে মোকাবিলা করা হচ্ছে, তেমনি অন্যদিকে সেফ হোমগুলিকে নতুন করে তৈরি রাখা হচ্ছে। মহকুমাশাসক সুমন পোদ্দার বলেন, "গত কয়েকদিনে সংক্রমণ প্রচুর পরিমাণে বেড়েছে। যাতে এই সংক্রমণকে আমরা মোকাবিলা করতে পারি, সেই কারণে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মাস্কের ব্যবহার ও করোনা স্বাস্থ্যবিধির উপর পুনরায় জোর দেওয়া হচ্ছে।" হিন্দুস্থান সমাচার / পারসতি

দুয়ারে রেশন নিয়ে স্বস্তি রাজ্যের হাই কোর্টে ফের ধাক্কা ডিলারদের

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : দুয়ারে রেশনের পাইলট প্রকল্পে অংশ না নিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল রাজ্য। ১৮ অক্টোবর জারি হওয়া সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন রেশন ডিলাররা। কিন্তু সেই শুনানিতেও ধাক্কা খেলেন ডিলাররা। বিজ্ঞপ্তি বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিল আদালত। যার জেরে স্বস্তিতে রাজ্য। চলতি মাসে রাজ্যের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছিল, দুয়ারে রেশন রাজ্যের পাইলট প্রকল্প। তাতে অংশ না নিলে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের এই বিজ্ঞপ্তির বিরোধিতা করে আদালতে যান রেশন ডিলাররা। তাঁদের আবেদনের শুনানি ছিল সোমবার। এদিন বিচারপতি সাফ প্রশ্ন তোলেন, "রাজ্য কি কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছে?" সেরকম কোনও নিদর্শন দেখাতে পারেননি রেশন ডিলাররা। এর পরই বিচারপতি আরও বলেন, "রাজ্য যখন কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়নি, তাহলে আদালত আগাম পদক্ষেপ করবে? রাজ্য শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করতেই পারে। কী ধরনের শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হচ্ছে, তা দেখে তবেই আদালত ব্যবস্থা নেবে।" বিচারপতির এই অবস্থানে আরও স্বস্তি পেল রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরুর নির্দেশ দিতেই এতে স্থগিতাদেশ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হন কিছু রেশন ডিলার। মামলাকারী রেশন ডিলারদের দাবি ছিল, "রাজ্য সরকারের দুয়ারে রেশন প্রকল্প কেন্দ্রীয় রেশন বণ্টন আইনের পরিপন্থী। প্রকল্পটি একাধারে খরচ সাপেক্ষ। সেই সঙ্গে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে পরিমাণ অর্থ ও কর্মচারী প্রয়োজন, তাও অধিকাংশ রেশন ডিলারদের কাছে নেই।" পুজোর আগে হাই কোর্টের বিচারপতি মৌসুমী ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে যদি দেখা যায়, রাজ্য সরকার আইন না মেনে এই প্রকল্প চালু করছে, তখন ডিলাররা আদালতে আসতে পারেন। এই নির্দেশিকার পরই ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন রেশন ডিলারদের একাংশ।

দেশপ্রাণ শাসমলকে শ্রদ্ধা শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি . স.) : দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মদিনে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার শুভেন্দুবাবু টুইটে লেখেন, "মেদিনীপুর থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতাকে শ্রদ্ধা জানাই; দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মবার্ষিকীতে।"

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (২৬ অক্টোবর ১৮৮১ ২৪ নভেম্বর ১৯৩৪) রাজনীতিকে সমাজকল্যাণের সমার্থক মনে করতেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে ধর্মঘটে যোগ দিয়ে কারাবাস হয়। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন আত্মজীবনী লেখেন "স্রোতের তৃণ"। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের আহবানে লাভজনক আইন ব্যবসা ছেড়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। জেল হতে মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য দলে যোগ। মেদিনীপুর ইউনিয়ন বোর্ডের কর-বন্ধ আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হয়েছিলেন। ১৯২৫ এবং ১৯২৬ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। কংগ্রেস বিরোধী প্রার্থী রূপে কলকাতা কর্পোরেশনের ভোটে দাঁড়ান ও কাউন্সিলর নির্বাচিত হন ১৯৩৩ সালে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের অনুরোধে ভারতীয় আইনসভা সদস্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন ও জয়লাভ করেন ১৯৩৪ সালে।

আরএসএস-এর বৈঠকে মাত্রা পাবে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): ধারওয়াড়ে (কর্নাটক) রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারীণি বৈঠকে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টি মাত্রা পাবে। মঙ্গলবার হিন্দুস্থান সমাচার'-কে এই কথা জানান সঙ্ঘের প্রচারপ্রমুখ (দক্ষিণবঙ্গ) বিপ্লব রায়।

বৃহস্পতি থেকে শনি অর্থাৎ ২৮, ২৯,৩০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে ধারওয়াড়ের বৈঠক। এ কথা জানিয়ে বিপ্লববাবু বলেন, "করোনার তৃতীয় ঢেউ মোকাবেলায় দশ লক্ষ সঙ্ঘ কার্যকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এটি ছাড়াও আলোচ্য বিষয় গুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এবং স্বাধীনতা অমৃত মহোৎসবের কর্মসূচি।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ সুনীল আম্বেকর বলেছেন যে দেশে করোনার তৃতীয় তরঙ্গ নিয়ে জল্পনা চলছে। তৃতীয় তরঙ্গ মোকাবেলায় জুলাই মাসের প্রান্ত প্রচারক নিয়ে অখিল ভারতীয় বৈঠকে কার্যকর্তাদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের কথা বিবেচনা করা হয়। এর পর সারা দেশে দেড় লাখেরও বেশি জায়গায় প্রশিক্ষণ কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল এবং ১০ লাখেরও বেশি কর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় কোনো ঢেউ না থাকলেও পরিস্থিতি পর্যালোচনাসহ প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে।

আগামী ২০২৫-এ, সঙ্ঘের শত বছর পূর্ণ হচ্ছে। একটি তিন বছরের পরিকল্পনা এবং শ্রী গুরু তেগ বাহাদুর জির ৪০০ তম প্রকাশ পর্ব উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত কর্মসূচি নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হবে।

ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে পাকিস্তানপন্থীরা ! ভুগতে হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের

কিশোর সরকার

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): মিথ্যে তথ্য প্রচার করে ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে পাকিস্তানপন্থীরা। এর ফলে বাংলাদেশের মুসলিমদের ভারতের প্রতি ক্ষোভ ও বিদ্বেষ ক্রমেই বাড়ছে। সর্বোপরি ভুগতে হচ্ছে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের। এমনই অভিমত বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু সংগঠনের নেতাদের। তাঁদের মতে, ভারতের প্রতি বিদ্বেষ আরও বাড়তে থাকলে এবং নির্যাতনকারীদের শাস্তি না হলে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন আরও চরমে পৌঁছবে। বাংলাদেশের সাংবাদিক, লেখক, বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু সংগঠনের নেতাদের পাশাপাশি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বহুভাষী সংবাদ সংস্থা "হিন্দুস্থান সমাচার"-এর সঙ্গে বার্তালাপ করেছেন বাংলাদেশের বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন ও প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী জি এম কাদের।

বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিংসার পর ভারতীয় চ্যানেল সম্প্রচার বন্ধ করা হলেও, ইউটিউব-সহ সামাজিক মাধ্যমে অপপ্রচার রুখতে প্রসাশনের ভূমিকা প্রসঙ্গে বাংলাদেশের একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি তথা লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির বলেছেন, সম্প্রতি দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীরা যেভাবে কুমিল্লা থেকে রংপুর পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা করেছে, এগুলি কোনও বিচ্ছিন্ন বা আকস্মিক ঘটনা নয়। পাকিস্তানের প্রেতাত্মাদের ওয়াজে, জুমার নামাজের খুতবায় কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন ইসলামী টিভি ও ব্লগে ভিন্নধর্ম, ভিন্নমত ও ভিন্ন জীবনধারার অনুসারী মানুষদের পাশাপাশি ভারত ও হাসিনা সরকারের প্রতি বিষোদগার একটি নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। সরকারের প্রশাসনে পাকিস্তানী প্রেতাত্মা সব সময় ছিল, এখনও আছে। গত এক দশকে আওয়ামী লীগেও এসব প্রেতাত্মার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস অব্যাহত থাকা এটাও তার একটা কারণ। তিনি আরও বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকার সাম্প্রদায়িকতার মূল উৎপাটন করতে পারেনি, এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের শাস্তি দিতেও সরকার ব্যর্থ হয়েছে, প্রধানত প্রচলিত আইনের সীমাবদ্ধতার কারণে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের জন্য সরকার দায়ী এ কথা বলা পাকিস্তানী প্রেতাত্মাদের পক্ষাবলম্বন করারই নামান্তর। তবে সরকারের মধ্যে জামাত ঢুকে পরায় প্রশাসন অনেকক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে এটা বলা যায়। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার বন্ধ সম্ভব হচ্ছে না।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে চোরাচালানকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের হতাহতের ঘটনা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রচার না হওয়ার নেপথ্যে কী কারণ থাকতে পারে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে শার্শা উপজেলা রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এ রহিম বলেছেন, সম্প্রতি বেনাপোলের পটুখালি বিওপি ক্যাম্পে খুলনা ২১ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সেই সময়ের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ইমরান উল্লা সরকারের সঙ্গে সীমান্তের সাংবাদিকদের একটি মতবিনিময় সভা হয়েছিল। এই সময় ইমরান উল্লা সরকার গরু পাচারকারীদের ছোড়া বোমা হামলায় একজন বিএসএফ ও একজন চোরাচালানী গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনা বলেন। এমনকি প্রায়ই সীমান্তে চোরাচালানকারীদের হাতে ভারতে বিএসএফ আক্রান্ত হয়ে আহত বা নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটলেও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে কেন প্রকাশ হয় না তা উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন, উপস্থিত সমস্ত সাংবাদিকই বলেছিলেন দেশপ্রেমের জন্যই সত্য সংবাদটি কোনও সংবাদিকরা লেখান না। এমএ রহিম বলেন, সেই সময় কর্নেল ইমরান উল্লা সরকার বলেছিলেন বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার যেহেতু প্রো-ইন্ডিয়ান তাই সীমান্তে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটলে সেই খবরের সত্যিটা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রচার না হলে দেশের মানুষ সরকারকে ভুল বোঝেন। সীমান্তে হতাহতের ঘটনায় দায় আওয়ামী লীগ সরকারকে নিতে হয়। আর সীমান্তের এসব ঘটনা নিয়ে পাকিস্তানপন্থীরা রাজনীতি করেন। রহিম বলেন, এরপরে সীমান্তের সাংবাদিকদের বৈঠকও হয়নি আর সত্যি খবরও প্রকাশের ব্যাপারে কারও অনুপ্রেরণা নেই। দেশপ্রেম নিয়েই আছি।

বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতার মতে, ফারাক্কা তিস্তা বাঁধের কারণে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে, এ বিষয়ে বাংলাদেশ নদী সংস্কার, জল শাসন ও ব্যবহার উন্নয়ন পরিষদ এবং বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের সাধারণ সম্পাদক তারেকুজ্জামান রেজা বলেছেন, ফারাক্কা ও তিস্তা বাঁধে বাংলাদেশ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত সেটা দেশের মানুষকে জানানো দরকার। না হলে স্বাধীনতার পর থেকে ভারত-বাংলাদেশ মধ্যে জল সমস্যা নিয়ে পাক-প্রেমীরা যেভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে তাতে কখন জানি বলে ফেলেন রাজধানী ঢাকার ৪৬টি খাল বিলুপ্তের জন্য ভারত দায়ী। তিনি বলেন, দেশের মানুষকে সত্যিটা জানাতেই প্রতি জেলায় কতগুলি খাল-নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়েছে। জলাসয় ভড়াট করা হয়েছে তা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশ করা দরকার। না-হলে ভারত বিদ্বেষ বাড়তেই থাকবে।

পদ্মা সেতু-সহ চিনের ঋণ সহায়তায় বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রকল্প বাধাগ্রস্ত করতে ভারতীয় গুপ্তচরদের তৎপরতা এবং তাঁদের গ্রেফতারের প্রচার কী সঠিক? এ বিষয়ে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী: বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন বলেছেন, পদ্মা সেতু-সহ চিনের ঋণ সহায়তায় নির্মাণাধীন অধিকাংশ প্রকল্পে বাংলাদেশের পরে ভারতের নাগরিকরা বেশি লাভবান হবেন। তাই এই ধরনের অপপ্রচারে কান না দেওয়ার আহ্বান থাকবে দুই দেশের নাগরিকদের প্রতি। আর পাকপন্থীদের এ-ধরণের অপপ্রচার স্বাধীনতার পর থেকে আমরা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি।

ভারতের স্বদিচ্ছার অভাবে কী বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্য বৈষম্য বাড়ছে, এ প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন বাণিজ্য মন্ত্রী ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি.এম কাদের (এমপি) বলেন, এখন মুক্তবাজার অর্থনীতির যুগ। ব্যবসায়ীরা যেখান থেকে স্বল্প মূল্যে এবং কম খরচে পণ্য আনতে পারবেন সেখান থেকেই আমদানি করবেন। ভারত প্রতিবেশী দেশ, পরিবহন ব্যয় কম। তাই ভারত থেকে নিত্যপণ্যের অধিকাংশ আমদানি হয়। ভারত পেঁয়াজ রফতানিতে শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ায় ব্যবসায়ীরা মায়ানমার থেকে এনেছেন। খুচরা বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ৭০ থেকে ৭৫ টাকা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারত পেঁয়াজ রফতানিতে নিয়মকানুন শিথিল করায় আবার বাজারে পেঁয়াজের দাম ৫৫ থেকে ৬০ টাকা হয়ে গিয়েছে। তবে কোনও দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য বৈষম্য কতটা এবং কোন কোন পণ্য আসে প্রতিমাসে দেশের গণমাধ্যমের মাধ্যমে নাগরিকদের তা জানানো দরকার। তাহলে পাকপ্রেমীরা দেশের মানুষকে ভারত-বালাদেশ বাণিজ্য বৈষম্য নিয়ে বিভ্রান্ত করতে পারবে না।

কাশ্মীর-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে মুসলিমদের উপর নির্যাতন করা হয় বলে প্রচার করা হয়, এ বিষয়ে ইসলামী ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন পরিচালক ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মিজবাহ উর রহমানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, কাশ্মীর-সহ ভারতে বিপুল সংখ্যক মুসলিমের বসবাস, তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে তথ্য প্রচার করা হবে তা নিয়ে বাংলাদেশের মুসলিমদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়াটা স্বাভাবিক। তবে সত্যিটা জানানো উচিত বাংলাদেশের ইসলামীক দল ও সংগঠন এবং সাংবাদিকদের। জামাতে ইসলাম যেহেতু এ সব নিয়ে রাজনীতি করে তাই ভারতে মুসলিমদের সার্বিক অবস্থা বাংলাদেশের গণমাধ্যমে আসা দরকার।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন গুজরাটে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার ব্যাপারে সত্যিটা প্রকাশ্যে আনার কী কোনও প্রয়োজন রয়েছে? বাংলাদেশের হিন্দু সংগঠনের নেতা পলাশ কান্তি দে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছেন, গুজরাটে দাঙ্গার বিষয়ে ইউটিউব-সহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিথ্য তথ্য প্রচার করা হচ্ছে। এত বছর পরেও বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সত্যিটা তুলে ধরার জন্য কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তাই মুসলিমদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। এছাড়া বর্তমানে জামাতে ইসলাম ও হেফাজতে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করে হিন্দু বিদ্বেষী করা হয়েছে। তাই সেটা পড়ে যা শিখবে তাতে তো হিন্দু বিদ্বেষ বাড়বেই। এছাড়া প্রশানের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে জামাতের লোকদের বসানো হয়েছে। তারা চাইছে এখানে হিন্দুদের নির্যাতন করা হোক, আর তাই হচ্ছে। এমনকি কুমিল্লা-সহ দেশব্যাপী হিন্দুদের নির্যাতনের ঘটনার জন্য প্রশাসন দায়ী।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ বাড়াতে আইএসআই কী পাকপন্থী সাংবাদিকদের দিয়ে ভারত-বিরোধী মিথ্যে প্রচার করছে? দি এশিয়ান এইজ পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম পিন্টু এই প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, সাংবাদিকদের মধ্যে ভারত-বিদ্বেষ বাড়াতে পাকিস্তান হাইকমিশন সক্রিয় ভাবে কাজ করছে। বিশেষ করে স্বাধীনতার পক্ষের সাংবাদিকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের প্রতিটি সংগঠন এবং সরকারি-বেসরকারি প্রতিটি গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রো-পাকিস্তানিদের বসানো হয়েছে। রিপোর্টারদের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ 'বিট' সহ গুরুত্বপূর্ণ 'বিটে' জামাত তাদের ছাত্র সংগঠন শিবিরের সঙ্গে যুক্ত ছিল অথবা পারিবারিক ভাবে রাজাকার পরিবারের সন্তান এমন লোকদের ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ বিটে পাকিস্তানপন্থীদের অনুপ্রবেশ শুধু ভারতের জন্য হুমকি নয়, প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্যও তারা ভয়ের কারণ।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, গত ৯ বছরে বাংলাদেশে ৩,৬৮৯ বার হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা হয়েছে। এই সংখ্যার নিরিখেই বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন একবার কিংবা তার বেশি কোথাও না কোথাও বিভিন্ন অজুহাতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ওপর হামলা নির্যাতন হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে ২০৩০ সালেরে মধ্যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্য এক শতাংশের নীচে নেমে আসবে বলে বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড় আবুল বারকাতের গবেষণায় জানা গিয়েছে।

পাহাড়ে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উন্নয়নের পাশাপাশি স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি মুখ্যমন্ত্রীর

কার্শিয়াং, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কার্শিয়াংয়ের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে পাহাড়ে বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, উন্নয়নের পাশাপাশি স্থায়ী সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আর এই কাজে পাহাড়ের ছোট-বড় সব দলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বলেন, "আমাকে সুযোগ দিন। পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান করে দেব।"

দিন কয়েক আগে কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড় নিয়ে একটি বৈঠক ডেকেছিল। তাতে পাহাড়ের স্থানীয় নেতা বিমল গুরুং, রোশন গিরিরা ব্রাত্য ছিলেন। এদিন তাঁদের নিয়েই সমাধানের পথে হাঁটার পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি এদিন প্রশ্ন তোলেন, "কাশ্মীরে রক্ত কেন ঝরবে? পাহাড়ে কেন রক্ত ঝরবে? আমি শান্তির পক্ষে। কিন্তু সরকার থাকলেই সব কিছু করতে পারে না।"

বিভিন্ন সময় আলাদা রাজ্যের দাবিতে উত্তপ্ত হয়েছ পাহাড়। নষ্ট হয়েছে সরকারি সম্পত্তি। থমকে গিয়েছে পাহাড়ের উন্নয়ন। তৃণমূলের অভিযোগ, সেই অশান্তিতে বারবার ইন্ধন জোগাচ্ছে বিজেপি। পাহাড়কে আলাদা রাজ্যে করারও 'জুজু' দেখায় কেন্দ্র। আর এই প্রস্তাব দিয়ে পাহাড়ের স্থানীয় দলগুলিকে নিজেদের দিকে টানার চেষ্টা করে তাঁরা। এবার সেই সমস্ত প্ররোচনা, রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ইতি টানতে চাইলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান নিয়ে মমতা বলেন, "বাইরে থেকে এসে রাজনীতি করে চলে যাচ্ছে। দার্জিলিংকে ভেঙে দিচ্ছে। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে কাজ হবে। পাহাড়ের স্থায়ী সমাধান হবে পাহাড়ের মানুষকে নিয়েই।"

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অভিনব প্রতিবাদ তৃণমূল কংগ্রেসের

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : পেট্রোল ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মঙ্গলবার অভিনব প্রতিবাদের পথ বেছে নিল তৃণমূল কংগ্রেস। কলকাতার মানিকতলায় মঙ্গলবার দেখা গেল ভ্যানের ওপর মোটরবাইক। মানিকতলার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের কো-অরডিনেটর মিনাক্ষি গুপ্তার নেতৃত্বে এই প্রতিবাদ আয়োজন করে তৃণমূল। ভ্যানের উপরে মোটরবাইক বসিয়ে তার উপর সওয়ার হন তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় গাড়ি চালানো যাচ্ছে না, এতাই বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কুশপুতুল পোড়ানো হয় এই প্রতিবাদ মিছিলে। তাঁর বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন তৃণমূল সমর্থকরা। তাঁরা জানান মোদী সরকার শুধুমাত্র আম্বানি এবং আদানিদেরই সুবিধা দেখছে।

হাইকোর্টের মুহুরিকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপ, উত্তেজনা শিবপুরে

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : হাইকোর্টের মুহুরিকে ছুরির এলোপাথাড়ি কোপ মারল দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে হাওড়ার শিবপুরের কাজীপাড়ায়। আক্রান্ত মুহুরির নাম তনভির আলম। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে প্রথমে শিবপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে আন্দুল স্টেশন রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের মুহুরি তনভির আলমকে খুনের চেষ্টা করেছিল দুষ্কৃতীরা। সেই লক্ষ্যেই এলোপাথাড়ি কোপ মারা হয়। ছুরির আঘাতে তনভিরের বাঁ হাত ও পিছে গভীর ক্ষত হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন তিনি। বেলা ১১টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে।প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে জানা গিয়েছে, আচমকাই বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী পকেট থেকে ছুরি বের করে তনভিরের ওপর সরব হয়। তাঁকে বাঁচাতে এসে এক বন্ধুও আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের প্রথমে শিবপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে আন্দুল স্টেশন রোডের একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাঁদের।

ঠিক কী কারণে এই আক্রমণ, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রোমোটিং সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়েই এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। বেশ কয়েকজনের নাম উঠে আসছে অভিযুক্ত হিসাবে। তবে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই তল্লাশি অভিযানে নেমেছে পুলিশ। সংগ্রহণ করা হয়েছে ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চার রকম ভিন্ন স্বাদের সিজলার, কোথায় পাবেন জানেন?

গরম থেকে ধীরে ধীরে শরতে ঢুকে পড়েছি আমরা। পুজো আসতে আর হাতে গোনা কয়েকটা দিন। তবে ঘূর্ণাবর্তের জেরে গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি কলকাতাকে ঘিরে রেখেছে। খাদ্যরসিকদের জন্য যদিও ১২মাসই আনন্দের। তবুও গরমে যদি খেতে একটু কষ্টও হয়, শরত থেকে শীত রকমারি খাবারে এনার্জি স্টোর করে নেওয়ার সময়। সে কথা ভেবেই আপনার জন্য নতুন মেনু লঞ্চ করল লর্ড অফ দ্য ড্রিঙ্কস রেস্তোরাঁ।

উতসবের মরসুম ধীর পায়ে এগিয়ে এসেছে। বাঙালির সেরা উতসব দুর্গাপুজোর মুড সেট করতে তৈরি লর্ড অফ দ্য ড্রিঙ্কস। এখানে আন্তর্জাতিক মানের টেস্ট পাবেন আপনি। গেস্টদেক জন্য মূলত তিনটি জিনিসের উপর জোর দেওয়া হয় এই রেস্তোরাঁয়। টেক্সচার, ফ্লেভার এবং প্রেজেনটেশন। তবে এ বার আলাদা করে নজর কাড়বে গ্লোবাল মেনু।

বিটরুট গোট চিজ গলৌটি, বি অ্যান্ড পি নাগেটস উইথ ব্যান্ডেল চিজ, পাস্তা, প্যাঙ্কো ফ্রায়েড, ফ্রায়েড রোল উইথ ইংলিশ চিডার অ্যান্ড কর্ন জালাপিনো, সাউদার্ন প্রিপেয়ার্ড কালামারি, টেমপুরা ফ্রায়েড চিকেন চিমিচুরি, হট অ্যান্ড স্পাইসি পেরিপেরি টিকেন টিক্কা, সুইট অ্যান্ড স্পাইসি কর্ন স্টাইল ফ্রায়েড পর্ন- লম্বা লিস্ট। মেনুতে রয়েছে রকমারি খাবার। বেছে নিতে হবে আপনার পছন্দের ডিশ।

যাঁরা সিজলার খেতে ভালবাসেন, তাঁদের জন্য সুখবর। এই রেস্তোরাঁয় চার রকমের সিজলার পাওয়া যায়। মিঞ্চড চিকেন পিপার স্টিক সিজলার, বিবিকিউ হাফ রোস্ট চিকেন সিজলার, কটেজ চিজ সিজলার, কুঙ্গ পাও পমফ্রেট সিজলার। ডেজার্ট ছাড়া কোনও উতসবই সম্পূর্ণ হয় না। তার ব্যবস্থাও রয়েছে। শেফ স্পেশ্যাল ডেজার্ট এলওটিডি কোকো মোকো জার পাবেন এই রেস্তোরাঁয়।

সাউথ সিটি মলের ফুড কোর্টের এই রেস্তোরাঁ আপনাকে স্বাগত জানানোর জন্য তৈরি। তা হলে আর দেরি কীসের? সবান্ধবে অথবা সপরিবারে পৌঁছে যান নির্দিষ্ট ঠিকানা। রসনাতৃপ্তির এক অন্য স্বাদের ঠিকানায় গিয়ে চেখে দেখুন মনের মতো খাবার।

পুজোর সাজ কেমন হবে? শিখিয়ে দিলেন মিমি চক্রবর্তী

পুজোর ক'দিন সাবেক সাজ পছন্দ করেন অনেকেই। কিন্তু অষ্টমীর দিন অঞ্জলির জন্য শাড়ি পরলেও রোজ তা সামলে ঘোরাঘুরি করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বলে কি কম সাজ হবে? তা-ও তো হতে পারে না। সহজ সমাধান করে দিলেন অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। কুর্তাতেও কী ভাবে নিজের সাজ ঝলমলে করে তোলা যায়, নিজের ইনস্টাগ্রামের পাতায় তা দেখালেন নায়িকা। দেখালেন, জড়ির হাল্কা কাজ করা কুর্তায় নিজেকে করে তোলা যায় অনন্যা।

কিন্তু কুর্তা আর নতুন কী? এতে কি বাকিদের থেকে যথেষ্ট অন্য রকম দেখাবে আপনাকে? এ চিন্তা মন থেকে বার করে দিতেই পারেন। মিমির পরামর্শ মতো যদি সেই কুর্তার সঙ্গে পরে নেওয়া যায় মাঝারি ঝুলের কোনও পালাজো, তবেই সাজ হয়ে উঠবে একেবারে অন্য রকম।

নিজেই তেমন ভাবে সেজে ছবি দিয়েছেন মিমি। দেখিয়েছেন, পুজো মানেই লাল-হলুদের মতো চিরাচরিত উতসবের রং না বেছে, খানিকটা বদল আনা যায় এ বারের সাজে। তিনি যেমন নীলচে দু'টি রং বেছে নিয়েছেন দু'টি কুর্তার ক্ষেত্রেই। দেখিয়েছেন, বাকিদের থেকে খানিকটা আলাদা ধরনের রং বেছে নিলেই পুজোর ভিড়ের মধ্যেও হয়ে ওঠা যাবে যথেষ্ট উজ্জ্বল।

যাঁরা হাল্কা সাজ পছন্দ করেন, মিমির পরামর্শ যেন মূলত তাঁদের জন্যই।

আপনার ফাউন্ডেশনে মাত্রা সঠিক কিনা জানেন কি?

ফাউন্ডেশন নিয়ে মেয়েদের আতঙ্কের শেষ নেই! কী রকম? এই ধরুন শেড ঠিক ম্যাচ করছে কিনা, আদৌ ফুল কভারেজ কিনা এমনকি এটি অ্যাপ্লাই করার পর ঠিক ঠাক লাগছে কিনা! এরকম অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা। কিন্তু একটি বিষয় অনেকেই ভুল করে এড়িয়ে যান আদৌ এতে সঠিক মাত্রায় এসপিএফ বরাদ্দ আছে কিনা!

কারণ? এই প্রসঙ্গে বলতে গেলে এমনই বলতে হয় যে বেশিরভাগ সময়ই লক্ষ্য করা যায় সানস্ক্রিন না লাগিয়ে বাইরে বেরনো একেবারেই উচিত নয় এরকম অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছেন যারা একদমই সানস্ক্রিন পছন্দ করেন না। এক সহজেই মুখ সাদা হয়ে যায় এবং দুই কেউ কেউ এমনও বলেন যেন জ্বলুনি এবং চুলকানো অনুভূত হয়। সেই কারণেই ফাউন্ডেশনে প্রয়োজন এস পি এফ।

প্রসঙ্গত ডা. জুষ্যা ভাটিয়া সারিন বলেন, বাড়ির ভেতরে সানস্ক্রিন অনেকেই ব্যবহার করেন কিন্তু আপনি কি জানেন বাইরে বেরোলে ঠিক কতটা এসপিএফ আপনার ত্বকের জন্য দরকারি? ক্ষতিকারক ইউভি রশ্মি থেকে স্কিন সুরক্ষার্থে তিনি বেশ কিছু পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, বাড়ি থেকে বেরোতে গেলে নিজের ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষার্থে কমপক্ষে এসপিএফ ৩০-এর একটি পূর্ণ বোতলের এক চতুর্থাংশ প্রয়োজন। তাইলে যদি একে রক্ষা করা যায়। অর্থাত মুখের জন্য এক থেকে দেড় চা চামচ ফাউন্ডেশন প্রয়োজন। যদিও এটি মুখের জন্য অত্যধিক বেশি তারপরেও তিনি এর ধারণা দেন। ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সানস্ক্রিনের কোনও তুলনা হয় না। এসপিএফ ৩০ ফাউন্ডেশনে মিশে গেলেও বিশুদ্ধ এসপিএফ ৩০ সানস্ক্রিনের মতো কার্যকর নয়। সেই কারণবশত ঘাড় থেকে নেকলাইন এবং সর্বস্তরে ফাউন্ডেশন দিয়ে ঢেকে রাখা আবশ্যিক।

এর সঙ্গে তিনি আরও জানান, সূর্য রশ্মির প্রভাবে এই আবরণ বার বার প্রভাবিত হতে পারে। সেই কারণেই ২/৩ ঘণ্টা পর পর মুখ ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে আবার অ্যাপ্লাই করা প্রয়োজন। সুতরাং, যখন আপনার ফাউন্ডেশনে এসপিএফ থাকে তখন ফাউন্ডেশনের নিচে সানস্ক্রিন লাগানো ভাল। এসপিএফ-এর সাথে মেক-আপকে সুরক্ষার অতিরিক্ত কোট হিসাবে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভাল! তবে স্কিনে সহ্য না হলে শুধু ফাউন্ডেশন ব্যবহার করুন।

তেজ ত্বকের রহস্য জানেন

স্কিন ভাল রাখতে অনেকেই অনেক পন্থা অবলম্বন করেন। গুগল ঘেঁটে কিংবা লোকের পরামর্শ শুনে কোনও কিছুরই অন্ত নেই। তবে সতেজ স্কিন বিশেষত বর্ষায় খুবই কঠিন বিষয়। বাতাসের আর্দতা এই সময় স্কিনের বারোটা বাজিয়ে দিতে কোনও রকম সুযোগ ছাড়ে না। তারপরেও সতেজ এবং সুন্দর ত্বক সকলেরই কাম্য। প্রথমেই যে সাধারণ বিষয়গুলি মাথায় রাখতে হবে তার মধ্যে উপরি পরিচর্যা, যেমন ভাল একটু ত্বকের উপযোগী সানস্ক্রিন লোশন, একটি ময়েশ্চারাইজার এবং একটি ভাল টোনার। তার সঙ্গে বারবার ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ পরিষ্কার, সঠিক সময় মেকআপ তুলে দেওয়া এসব তো রয়েছেই।

কিন্তু বর্ষাকালে স্কিন সুন্দর এবং সতেজ রাখতে অভ্যন্তরীণ কিছু বিষয়ে সত্যিই আলোকপাত প্রয়োজন। যেমন?

প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া এবং লেবুজল কিংবা দইয়ের সরবত অথবা যেকোনও ফলের রস যেটি আপনার ভাল লাগে এমন কিছু অবশ্যই খান। এতে শরীর হাইড্রেটেড থাকবে।

শস্যদানা জাতীয় খাবার বেশি খান। অর্থাত সিরিয়াল কিংবা ওটস এবং ডালিয়া জাতীয় খাবার ডায়েটে অন্তর্ভুক্ত করুন। এগুলি ভিটামিন-ই সমৃদ্ধ এবং ত্বক উজ্জ্বল রাখে।

বাদাম জাতীয় সবকিছুই এর পক্ষে ভাল! বিশেষত খেজুর এবং আলমন্ড। কাজুও খেতে পারেন তবে আগে একটু জলে ভিজিয়ে নেবেন।

বাড়িতে বানানো খাবার খান। বাইরের খাবার এড়িয়ে চলুন। এবং তেল মশলা যুক্ত খাবার কমই খান। লুচি পরোটা এগুলি কম খাবেন।

বেশিমাত্রায় মিষ্টি এবং চিনি থেকে দূরে থাকুন। এর থেকে আপনার কলোগেন নিঃসৃত হয় এবং ত্বকে নানান ধরনের রোগ হতে পারে। সঠিক মাত্রায় প্রোটিন খান। চিকেন, সেদ্ধ ডিম এবং সালমন খাওয়া অভ্যাস করুন।

শরীরকে ভেতর থেকে হেলদি রাখুন, তবে আপনার ত্বকও জ্বলজ্বল করবে।

দেহের জন্য উপকারী কাজু বাদাম

কাঠ-বাদামের মতো কাজু বাদামও দেহের জন্য উপকারী। ওজনও বাড়ায় না।

মজাদার কাজু বাদাম উচ্চ প্রোটিন, আঁশ ও স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ। এছাড়াও এতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন ও খনিজ উপাদান যা শরীরকে সুস্থ রাখতে ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

বিভিন্ন গবেষণার বরাত দিয়ে 'ইট দিস ডটকম'য়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে কাজুবাদাম খাওয়ার উপকারিতা সম্পর্কে জানানো হল।

আমেরিকার প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যাই উচ্চ রক্তচাপে ভোগেন। ২০১৯ সালের 'কারেন্ট ডেভেলপমেন্টস ইন নিউট্রিশন'য়ের সমীক্ষা অনুযায়ী, কাজু বাদাম খাওয়া উচ্চ রক্তচাপ কমায়।

স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, হৃদরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিকারী চর্বি 'ট্রাইগ্লিসারাইড'য়ের মাত্রা কমাতে কাজু বাদাম সহায়তা করে।

তবে, লবণযুক্ত কাজুবাদাম না খাওয়া ভালো, এতে রক্তচাপ বাড়ে।

কোলেস্টেরলের মাত্রা উন্নত হতে অব নিউট্রিশন'য়ের করা সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টানা ১২ সপ্তাহ লবণ ছাড়া ৩০ গ্রাম কাঁচা কাজু বাদাম খাওয়া টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়। এছাড়াও, এটা হৃদরোগ, রক্তচাপ কমাতে এবং 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতে সহায়তা করে।

কাজু বাদাম মনোআনস্যাচুরেইটেড এবং পলিআনস্যাচুরেইটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের ভালো উৎস হওয়াতে লডিএল কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সহায়তা করে।

রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস

ওজন কমাতে পারে: ওজন কমাতে চাইলে কাজু বাদাম খাওয়া যেতে পারে, এটা কম ক্যালরি ও উচ্চ চর্বি-জাতীয় খাবার।

২০১৭ সালে ব্রাজিলের গোইআইস ফেডারেল ইউনিভার্সিটি'র 'ক্লিনিকাল অ্যান্ড স্পোর্টস নিউট্রিশন রিসার্চ ল্যাবরেটরি'র 'ফ্যাকাল্টি অফ নিউট্রিশন'য়ের করা গবেষণায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত বাদাম খান তাদের ওজন অন্যদের তুলনায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। এটা প্রোটিন, আঁশ ও চর্বির ভালো উৎস হওয়ায় পেট ভরা রাখে ফলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।

কাজু অতি সুস্বাদ হলেও এতে অন্যান্য বাদামের তুলনায় চর্বি ও ক্যালরি কিছুটা কম। এক পরিবেশন কাজু বাদামে গড়ে ১৩৭ ক্যালরি থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের বেল্টসভল হিউম্যান নিউট্রিশন রিসার্চ সেন্টার'য়ের ২০১৯ সালের করা গবেষণার ফলাফল বলে, মানব দেহ এই ক্যালরির ৮৪ শতাংশ পর্যন্ত শোষণ করতে পারে। কারণ এর বাকিটা বাদামের ত্বকেই আটকে থাকে। রক্ত চাপ হ্রাস পেতে পারে: পারে: দুই ধরনের কোলেস্টেরলের মধ্যে রয়েছে 'এলডিএল' ও 'এইচডিএল'। এলডিএল, ধমনীতে ক্ষতিকারক চর্বি জমাট বাঁধায় এবং এইচডিএল এই ক্ষতিকারক চর্বি এলডিএলকে যকৃতের দিকে বহন করতে সাহায্য করে।

আদর্শগতভাবে, এলডিএল'য়ের মাত্রা কম আর 'এইডিএল'য়ের মাত্রা বেশি থাকা দরকার। আর এখানেই কাজু বাদাম কার্যকর হতে পারে।

২০১৭ সালে 'আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যআল নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণার ফলাফলে বলা হয়, কাজু বাদাম খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল 'এলডিএল'য়ের মাত্রা কমায়।

শুধু তাই নয়, ২০১৮ সালে 'জার্নাল অব নিউট্রিশন'য়ে প্রকাশিত গবেষণা অনুযায়ী কাজুবাদাম সমৃদ্ধ খাবার ভালো কোলেস্টেরল 'এইচডিএল'য়ের মাত্রা বাড়াতেও সহায়তা করে।

হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে: ২০০৭ সালে, 'ব্রিটিশ জার্নাল অব নিউট্রিশন'ইয়ে প্রকাশিত পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে, সপ্তাহে চারবারের বেশি কাজুবাদাম খাওয়া হৃদরোগের ঝুঁকি ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। ২০১৮ সালের 'জার্নাল বা প্রি-ডায়াবেটিস থাকলে খাবারে কাজু বাদাম যোগ করা রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০০৯ সালে 'ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব এন্ডোক্রিনোলজি অ্যান্ড মেটাবলিজম'য়ে প্রকাশিত সমীক্ষা থেকে জানা যায়, টাইপ ২ ডায়াবেটিসের রোগীদের মধ্যে যারা নিয়মিত কাজু বাদাম থেকে ১০ শতাংশ ক্যালরি গ্রহণ করেন তাদের ইন্সুলিনের মাত্রা অন্যদের তুলনায় কম ছিল। এতে থাকা আঁশ শর্করার মাত্রা বাড়ায় ধীরে রক্তে গ্লুকোজ নিঃসরণ করে।

স্বাস্থ্যকর কপার পাওয়া যায়: শরীর সুস্থ রাখতে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে, লোহিত রক্ত কণিকা বাড়াতে, হাড় মজবুত করতে এবং সংযোজক টিস্যু সুস্থ রাখার পাশাপাশি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়তা করে।

কোষের ক্ষয় রোধ: বাদাম ও বীজ উপকারী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট 'ফ্রি র‍্যাডিকেল'য়ের কারণে হওয়া দেহের ক্ষতি কমায়।

কাজু বাদাম পলিফেনল ও ক্যারোটিনয়েড আন্টিঅক্সিডেন্টের ভালো উৎস। কাচার তুলনায় ভাজা বাদামে অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের পরিমাণ বেশি থাকে।

কেন বিয়ারের বোতলের রং সবুজ বা বাদামি? সাদা হয় না কেন

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিয়ারের বোতলের রং শুধু বাদামি এবং সবুজই হয়। অন্য কোনও রঙের হয় না কেন? এই প্রশ্ন আপনার মাথাতেও অনেকবারই এসেছে হয়ত। ভেবেছেন যে বিয়ারের বোতল কেন সাদা রঙের হয় না? কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা রয়েছে নাকি ইতিহাস? আজ তাহলে এই বিষয়ে কথা বলা যাক। বিয়ার প্রথম তৈরি করে মিশর। তা আবার হাজার বছর ভাগে। কিন্তু ১৯ শতকের পর থেকে বিয়ার বোতলবন্দি করা শুরু হয়। সে সময় বিয়ার উতপাদকরা কাঁচের বোতল ব্যবহার করেন। কারণ এই পানীয়ের স্বাদ, গন্ধ ঠিক রাখার জন্য। এরপর বিভিন্ন কাঁচের বোতলে বিয়ার রাখা হয়। তখন বিয়ার প্রস্তুতকারকরা দেখেন, সাদা কাচের বোতলে রাখা বিয়ার সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে অতি বেগুনি রশ্মির প্রভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাদ, গন্ধ হারিয়ে ফেলছে। তারপর অনেক পরীক্ষার পর দেখা গেল গাঢ় রঙিন বোতল কিছুটা হলেও সূর্যের বেগুনি রশ্মি আটকাচ্ছে। আর বাদামী রঙের বোতলে বিয়ার রাখলে কোনও স্বাদ বা গন্ধ পাল্টাচ্ছে না। তখন থেকেই বাদামি বোতলে বন্দি করা হয় বিয়ারকে। তবে দিন দিন বাড়তে থাকে বিয়ারের চাহিদা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাদামী রঙের বোতলের প্রচন্ড অভাব দেখা যায়। তখন থেকে গাঢ় সবুজ রঙের বোতলে বিয়ার রাখা শুরু হল। তাতেও দেখা গেল বিয়ার ভালই থাকছে। তারপর থেকেই বাদামি এবং সবুজ রঙের বিয়ারের বোতলের প্রচলন রয়েছে।

ছোট বয়সে মেয়ের কান ফুটো করিয়ে বিপদ ডেকে আনছেন না তো?

আজকাল ওয়েবডেস্ক: মেয়েদের কান ফুটো করার ঘটনা কোনও নতুন নয়। তবে আপনার বাড়ির মেয়েটির কান ফুটো ঠিক কত বছর বয়সে করেছেন? একটি চল রয়েছে, মেয়েদের খুব ছোট বয়সেই কান, নাক ফুটো করিয়ে দেওয়া হয়। বাচ্চা বয়সেই তাদের কানের পরার লোভ দেখানো হয়। আবার অনেকে মনে করেন যে, ছোট বয়সে কানে লতি পাতলা থাকায় কম লাগবে। আগেকার দিনের মহিলাদের জিজ্ঞেস করে জানা গিয়েছে, তাঁরা ৫ থেকে ৬ বছর বয়সেই কান ফুটো করেছেন। কিন্তু জানেন কি, কম বয়সে মেয়েদের কান, নাক ফুটো করা একদমই উচিত নয়। তাতে দুই কানের ফুটোর মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকতে পারে। একই সঙ্গে সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ে। একদমই আপনার বাড়ির খুদেকে কম বয়সে কান ফুটো করে দেবেন না। বিশেষজ্ঞদের মতে, ১০ বছর বয়সের পর কান ফুটো করবেন। তারপরে করলে আরও ভাল। কয়েকজন চিকিতসক জানিয়েছেন, কানের গ্রোথ আটকে যায় ফুটো করলে, তাই যদি পাবেন তাহলে ১৫ বছরের পর কান ফুটো করবেন আপনাদের বাড়ির মেয়ের। কান ফুটো যখন করাবেন, তখন অভিজ্ঞ কাউকে দিয়েই কান ফুটো করানো উচিত। কানে ফুটো করানোর পরেই লতিতে সোনা বা রুপোর দুল না পরিয়ে ইমিটেশনের দুল পরিয়ে দেবেন। তবে সেই দুল তিন দিনের বেশি রাখা উচিত নয়। তাতে কানে সংক্রমণের আশঙ্কা দেখা দেয়। তিন দিন পরে ইমিটেশনের দুল খুলে সোনা বা রুপোর দুল পরাতে পারেন। সে সময় লেবু বা ভিটামিন সি জাতীয় ফল বেশি করে খেতে দেওয়া উচিত। তাহলে ক্ষত তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে।

লন্ডনে বসে দুর্গাপূজায় হামলার পরিকল্পনা দাবি বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর

ঢাকা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): লন্ডনে বসে এক মাস ধরে দুর্গাপূজায় হামলার পরিকল্পনা হয়েছে। মঙ্গলবার এমনটাই দাবি করলেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। মঙ্গলবার দুপুরে রাজশাহী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি প্রায় এক মাস ধরে বৈঠক করেছে। প্রকাশ্যে বৈঠক করেছে, আর গোপনে ষড়যন্ত্র করেছে। সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ হচ্ছে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে দুর্গাপূজার সময় পূজামণ্ডপে হামলা, আমাদের পবিত্র কোরআন শরিফ পূজামণ্ডপে রেখে দেওয়া। হাছান মাহমুদ বলেন, দুর্গাপূজায় হনুমানের মূর্তির কাছে কোরআন শরিফ যে রেখেছে, তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে তো রাখেনি আসলে, সে কারও ফরমায়েসে সেখানে রেখে এসেছে। কারা এর পেছনে আছে, সেটি শীঘ্রই বের হবে। খুবই স্পষ্ট যে, কারা এগুলো ঘটিয়েছে। তথ্যমন্ত্রী বলেন, সাম্প্রদায়িক চেতনা নিয়ে রাজনীতি করে বিএনপি-জামায়াত, ধর্মান্ধ-উগ্রবাদীরা। বাংলাদেশের কোনও সম্প্রদায়ের লোক অপরের ধর্মগ্রন্থ অবমাননা করার মানসিকতা পোষণ করে না। যারা এটি করেছে এবং যারা প্ররোচনা দিয়েছে, তারা আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মকেও অবমাননা করেছে। একই সঙ্গে হিন্দু ধর্মকেও অবমাননা করেছে। এই দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে। তাদেরকে খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। তিনি বলেন, ওই যুবককে কারা প্ররোচনা দিয়েছে, কারা অর্থ দিয়েছে, কারা পালিয়ে যাওয়ার জন্য চট্টগ্রাম হয়ে কক্সবাজার পাঠিয়েছে- সব কিছুই বের হবে। সরকার এই ঘটনার পর ১০২টি মামলা করেছে, প্রায় ৭০০ দুষ্কৃতকারীকে গ্রেফতার করেছে। সরকারের এই ভূমিকা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রশংসিত হয়েছে। —হিন্দুস্থান সমাচার /

রাজ্য জুড়ে 'বাংলা ডেয়ারি'র বিস্তারের পরিকল্পনা মমতার, প্রচুর চাকরির সুযোগ

দার্জিলিং, ২৬ অক্টোবর (হি. স.): মাদার ডেয়ারির নাম বদলে বাংলা ডেয়ারি করার কথা আগেই ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে তিনি সেই শিল্পের পরিকল্পনার কথা জানালেন। উল্লেখ করলেন, শুধুমাত্র দুধ নয়, আরও অনেক জিনিস বিক্রি করা যাবে এই প্রকল্পের মাধ্যমে। পাশাপাশি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে অনেক কর্মসংস্থান হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। শিলিগুড়িতে বন্ধ হয়ে যাওয়া হিমুল দুগ্ধ প্রকল্পের জায়গাতেই বাংলা ডেয়ারি করা হবে বলে মঙ্গলবার জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলায় অনেক সুযোগ আছে। ডেয়ারি মানে শুধু দুধ নয়। মাংস, ডিমও বিক্রি করা হবে। তিনি আরও জানান, উত্তরবঙ্গের মাশরুম খুব বিখ্যাত। তাই সেগুলো প্রসেসিং করে বিক্রি করা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডেয়ারির নাম দিয়ে দোকান খুলে দুধ বিক্রি করা যেতে পারে। সারা বাংলা জুড়ে দুধ, ডিম বিক্রি করা যাবে। মানুষ বাংলা ডেয়ারির দুধ কিনবে। তাতে অনেক দোকান হবে ও চাকরি হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। স্থায়ী দোকান না খুলে ব্যবহার করা যেতে পারে ভ্যান। এই সব জায়গায় অনেক ছেলেমেয়ে চাকরি হতে পারে। জানানো হয় দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং-এর সব ব্লকে খোলা হবে আউটলেট। তিনি যে সব শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাকরির জন্য বাইরে চলে যাচ্ছেন, তাঁরা সেখানে কাজ করতে পারবেন বলে জানানো হয়েছে। পরে প্রত্যন্ত অঞ্চলেও হবে আউটলেট। মমতা পরামর্শ দেন, হাসপাতাল ও বাজার এলাকায় খুলতে হবে আউটলেট। তার জন্য ভর্তুকি দেবে সরকার। মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী জানান, হিমুল বন্ধ হয়ে গেলেও কারও চাকরি যায়নি। আমরা বিভিন্ন বিভাগে চাকরি দিয়েছি। পুরো হিমুল প্রকল্পের জায়গা নিয়েই নতুন প্রকল্পের কাজ হচ্ছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান, প্রত্যেক বছর ৩৯০ কোটি ডিম উৎপাদনের টার্গেট নিয়েছে রাজ্য। সে সব ডিম বাইরে থেকে আনতে হয়। তাই আগামী তিন বছরের জন্য ডিম উৎপাদনের বিশেষ পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে বলে জানান তিনি। তাতেও বড় কাজের সুযোগ হবে বলে জানান মুখ্যসচিব। ডেয়ারি প্রোডাক্টের পাশাপাশি রাজ্য সরকার ডিম, মাছ, মাংসের উৎপাদন বাড়ানোতে জোর দেওয়ার কথা বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের নিজস্ব পোলট্রি ফার্মের সংখ্যাও বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, মাদার ডেয়ারির নাম নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু এটা রাজ্যের প্রোডাক্ট নয়। বাইরের প্রোডাক্ট। তাই বাংলা ডেয়ারি নামে এবার থেকে এই প্রোডাক্ট পৌঁছবে রাজ্যবাসীর ঘরে ঘরে।

দার্জিলিং-সমস্যার স্থায়ী সমাধান কী, ঠিক করুন আপনারাই : পাহাড়ের নেতাদের নির্দেশ মমতার

কার্শিয়াং, ২৬ অক্টোবর (হি. স.): দার্জিলিং সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা তৈরি করুন পাহাড়ের নেতারাই। ডিসেম্বরের শুরুতে সেই প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দিতে হবে। এমনটাই নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরবঙ্গ সফরের তৃতীয় দিন প্রশাসনিক বৈঠক ছিল কার্শিয়াং-এ। হাজির ছিলেন দার্জিলিং, কালিম্পং-এর প্রশাসনিক আধিকারিক এবং পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতারা। টাউন হলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ওই প্রস্তাব দেন। টাউন হলের প্রশাসনিক বৈঠকে অনীত থাপা, গৌতম দেব, রোশন গিরিদের উপস্থিতিতে বিজেপি-র নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ভোটের আগে একটি রাজনৈতিক দল আসে, বিভাজনের রাজনীতি করে আসন জিতে নেয়, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। এদের উদ্দেশ্য পাহাড়ের মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করা।" তাঁর কথায়, "তোমাদের আমি বলি, তোমরাই আমাকে পরিকল্পনা দাও, যে কী করলে একটি স্থায়ী সমাধান করা যায়। দার্জিলিং বাংলার মধ্যে থাকবে, আমি তোমাদের মদত করব। যাতে তোমাদের ছেলেমেয়েরাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।" সম্প্রতি পাহাড় নিয়ে বৈঠক ডেকেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। অভিযোগ, তাতে ডাক পাননি প্রথম সারির রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। এই প্রেক্ষিতে দার্জিলিং পাহাড়ের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে স্থায়ী সমাধানের পরিকল্পনা তৈরির ভার দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি জানিয়ে দিলেন, উন্নয়নের মাধ্যমেই পাহাড় সমস্যার সমাধান করতে চায় রাজ্য সরকার। জিটিএ-র কাজে বাড়তি নজরদারির জন্য দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক এস পুন্নমবলমকে দায়িত্ব দেন।

ট্রাইব্যুনালের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.): কেন্দ্রের ছত্রছায়ায় থাকা সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালের (ক্যাট) প্রিন্সিপাল বেঞ্চের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা হাইকোর্টে তিনি যে মামলা দায়ের করেছেন এই বিষয়ে তার শুনানির সম্ভাবনা থাকছে বুধবারই। তাঁকে ঘিরে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে টানাপোড়েন একসময় তুঙ্গে উঠেছিল। রাজ্য সরকার কার্যত সর্বশক্তি দিয়ে যেমন আলাপনের পাশে দাঁড়িয়েছে, ঠিক তেমনি কেন্দ্র সরকারও সর্বশক্তি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে আলাপনকে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁকে শাস্তি দিতে। গত ২৮ মে যশ বিধ্বস্ত বাংলা পরিদর্শনে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা বিমানঘাঁটিতে তিনি একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠকও করেন। সেই বৈঠকে কিছুক্ষনের জন্য এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৎকালীন মুখ্যসচিব আলাপনবাবুও। সেদিনের বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী আর সেটা প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি স্বাপেক্ষে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সেই বৈঠক ছেড়ে চলে আসেন আলাপনবাবুও। সেই ঘটনা নিয়েই বিজেপির তরফে অভিযোগ তোলা হয় আলাপন কার্যত প্রধানমন্ত্রীকে অপমান করেছেন ও তাঁর সার্ভিস রুলের লঙ্ঘন করেছেন। সেই ঘটনাকে ঘিরেই কেন্দ্র সরকারের অধীনে থাকা কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ মন্ত্রক আলাপনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু করে। সেই মন্ত্রকের তরফেই শো-কজ করা হয় আলাপনকে। গত ৩১ মে ছিল আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকরির শেষ দিন। সেদিনই তাঁকে দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দিল্লি না গিয়ে সেদিনই অবসর নেন আলাপন। রাজ্য সরকার তাঁর কর্মজীবনের মেয়াদ তিন মাস বাড়ানোর কথা বললেও, শেষ পর্যন্ত তার ওই সময় চাকরি না করারই সিদ্ধান্ত নেন আলাপন। এরপর জুন মাসে আরও একবার কেন্দ্রের রোষের মুখে পড়েন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে চিঠি দিয়ে কেন্দ্রীয় কর্মিবর্গ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চিঠিতে জানানো হয়, এনিয়ে আলাপনের কোনও বক্তব্য থাকলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে তা জানাতে হবে। তাছাড়াও জানানো হয়েছে, কেন তাঁর বিরুদ্ধে মেজর পেনাল্টি প্রসিডিং নয়, তা তাঁকে জানাতে হবে। এই ৩০ দিনের মধ্যে আলাপন সামনাসামনি গিয়েও জানাতে পারেন, কেন তাঁকে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। এছাড়া লিখিতভাবেও নিজের বক্তব্য জানাতে পারেন তিনি। কার্যত আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি প্রসিডিং শুরু করে ওই মন্ত্রক। সেই প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে ক্যাটের কলকাতা বেঞ্চের দ্বারস্থ হন আলাপন। এর জেরেই ওই মামলা কলকাতা থেকে দিল্লিতে সরাতে সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে আবেদন করে কেন্দ্রীয় কর্মীবর্গ মন্ত্রক। কিন্তু গত ২২ অক্টোবর ওই মামলা দিল্লিতে সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয় সেন্ট্রাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালের প্রিন্সিপাল বেঞ্চের তরফে। সেই নির্দেশকেই এবার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সতর্ক বারাসতের কালীপুজোর কমিটিগুলি করোনাবিধি মেনে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ

বারাসত, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার বারাসত এবং মধ্যমগ্রামে এবারও করোনার জন্য ছোট করে পুজো হলেও তুলনায় আগের বারের থেকে কিছুটা বেশি আড়ম্বর হবে শ্যামা মায়ের আরাধনায়। থাকবে আলোকসজ্জা। তবে সবাই বিধি মেনেই করবেন এবারের পুজো।

বারাসত এবং মধ্যমগ্রামের কালীপুজোর খ্যাতি রাজ্য জুড়ে। দুর্গাপুজো মিটতেই কালীপুজোর তোড়জোড় শুরু বারাসত এবং মধ্যমগ্রামে। কিন্তু করোনার কারণে এই দুই এলাকার পুজো গত বছর থেকেই আড়ম্বরহীন। স্থানীয় বেশিরভাগ কালীপুজোর উদ্বোধন হবে ৩ নভেম্বর। তবে ৭ নভেম্বর রাত বারোটার পর পুজামণ্ডপগুলির আলোকসজ্জা বন্ধ করে দিতে হবে।বারাসতের বড় পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম কেএনসি রেজিমেন্ট। এবারে কেএনসি রেজিমেন্টের পুজোর মণ্ডপ হবে বাংলাদেশে এক জমিদার বাড়ির আদলে। কোভিডবিধি মেনেই পুজোর আয়োজন করেছেন উদ্যোক্তারা। এবার আলোকসজ্জা করা হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

নবপল্লী সর্বজনীনের এবারের মণ্ডপে বিধি মেনে তিনদিক খোলা। প্রতিমা হচ্ছে সাবেকি। সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে পুজো ছোট হলেও পুজোর প্রতিটি দিনই হবে দুস্থদের বস্ত্র দান এবং খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। বারাসত নবপল্লী বয়েজ স্কুল সংলগ্ন মাঠে আমরা সবাই ক্লাবের পুজো কোভিড সর্তকতা মেনেই করা হচ্ছে। গুহার মধ্যে মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। তবে অতিমারীর কারণে দর্শনার্থীদের দূর থেকে দর্শন করতে হবে প্রতিমা। বারাসত ১১ নম্বর রেল গেট সংলগ্ন সন্ধানী ক্লাবের এবারের পুজোর থিম 'প্রতীক্ষা'। পুজোর উদ্যোক্তারা এবার চন্দননগর থেকে লাইট এনে আলোকসজ্জা করবেন বলে জানা গেছে। পুজোর দিনগুলোর মধ্যে একদিন রক্তদান শিবিরেরও আয়োজন করা হবে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে। গত বছরের মতো এবছরও কোভিড বিধি মেনে আড়ম্বর ছাড়া কালীপুজোর আয়োজন করেছে বারাসত রেল স্টেশন সংলগ্ন পায়োনিয়ার ক্লাবের পুজো। থিমের মণ্ডপে থাকবে সাবেকি মা। তবে করোনার বিধি নিষেধের জন্য মণ্ডপে প্রবেশ করতে পারবেন না দর্শনার্থীরা।

মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে বিজেপি, তোপ অখিলেশ যাদবের

লখনউ, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্র ও উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। মঙ্গলবার দু''টি টুইট করে বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন অখিলেশ। প্রথম টুইটে তিনি লেখেন, 'পূর্ববর্তী সরকারের সময় গরিবদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা দেওয়া হতো, কিন্তু এখন মিথ্যার ফুল "লুট কা ফুল" হয়ে জনসাধারনের সঙ্গে ২৪ ঘন্টা প্রতারণা করছে। বর্তমানে কেন্দ্র এবং উত্তর প্রদেশের বিজেপি সরকারের অগ্রাধিকার হল দরিদ্রদের পকেট কেটে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা কেড়ে নেওয়া।'

দ্বিতীয় টুইটে অখিলেশ যাদব নিন্দা করে লিখেছেন, 'উত্তর প্রদেশে বিজেপির শাসনে শুধুমাত্র মানুষের বাড়িতেই নয়; সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের উপরও বুলডোজার চালানো হচ্ছে। এটি ক্ষমার অযোগ্য পাপ এবং সামাজিক অনুভূতিতে আঘাত করার অপরাধও। বিজেপি সরকারের এখন নিজের বিরুদ্ধেই মামলা করা উচিত।'

৩০ অক্টোবর গোয়ায় যাচ্ছেন রাহুল, ঠাসা কর্মসূচি কংগ্রেস নেতার

পানাজি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): আগামী বছরই গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন। উপকূলের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আনাগোনা বাড়ছে। আগামী ২৮ অক্টোবর গোয়ায় যাচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এবং তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার দু''দিন পরই, অর্থাৎ ৩০ অক্টোবর গোয়ায় যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। এক-দিনের সফরে গোয়ায় গিয়ে পানাজির কাছে বাম্বোলিনে এসপিএম স্টেডিয়ামে কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন রাহুল। এছাড়াও দলীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন তিনি। গোয়া কংগ্রেস সূত্রের খবর, ৩০ অক্টোবর, শনিবার বেলা এগারোটা নাগাদ এসে পৌঁছবেন রাহুল গান্ধী। এরপর তিনি ডোনা পাওলার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রে যাবেন, যেখানে কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এসপিএম স্টেডিয়ামে কংগ্রেস কর্মীদের সম্মেলনে বক্তব্য রাখবেন রাহুল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কংগ্রেস কর্মীদের মনোবল বাড়াতেই রাহুলের এই সফর বলে মনে করা হচ্ছে।

বুধে নতুন দল ঘোষণা করতে পারেন অমরিন্দর, পঞ্জাবে চলছে গুঞ্জন ও জল্পনা

চন্ডীগড়, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): বুধবার নিজের দল ঘোষণা করতে পারেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। এ বিষয়ে মঙ্গলবারই ইঙ্গিত দিয়েছেন অমরিন্দর সিংয়ের মিডিয়া উপদেষ্টা রবীন ঠুকরাল। চন্ডীগড় বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হবেন অমরিন্দর। তাই সমস্ত সংবাদ মাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন রবীন। ইতিমধ্যেই পঞ্জাবে শুরু হয়ে গিয়েছে গুঞ্জন ও জল্পনা। কংগ্রেসকে ইতিমধ্যেই পরোক্ষভাবে বিদায় জানিয়েছেন অমরিন্দর সিং, যে দল তাঁকে দু''বার পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী করেছে। ইতিমধ্যেই নতুন দল তৈরি করারও ইঙ্গিত দিয়েছেন অমরিন্দর। বিজেপির সঙ্গেও আসন সমঝোতার জন্য তিনি প্রস্তুত, যদি কৃষক ইস্যুর সমাধান হয়। এমতাবস্থায় বুধবারের সাংবাদিক বৈঠক ঘিরে পঞ্জাবের রাজনৈতিক মহলে নানা ধরনের গুঞ্জন চলছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে পুরীর বার্তা, সৌদি আরব ও উপসাগরীয় দেশের সাথে কথা বলছি

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নিত্যদিনই বাড়ছে। পেট্রোল ও ডিজেলের দাম সর্বকালীন উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছি। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের মাথায় হাত। দাম বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের। এমতাবস্থায় কেন্দ্রীয় জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছি।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়া মানেই মূল্যবৃদ্ধি হবে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর। এটাই তো স্বাভাবিক। দিল্লি থেকে কলকাতা, চেন্নাই থেকে মুম্বই দেশের সর্বত্র বেড়েই চলছে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম। মঙ্গলবার সাংবাদিদকের প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, সৌদি আরব, উপসাগরীয় দেশ এবং রাশিয়ায় আমার প্রতিপক্ষের সাথে কথা বলছি...আমরা বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করছি।

সুদানে অভ্যুত্থানবিরোধী বিক্ষোভে গুলি, অন্তত ৭ জন নিহত

খার্তুম, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): সুদানে সেনাঅভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে শুরু বিক্ষোভ। সোমবার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ভেঙে দিয়ে জরুরি অবস্থা জারি করেন দেশটির সেনাপ্রধান আবদেল ফাত্তাহ আল বুরহান। এর আগে প্রধানমন্ত্রী আবদাল্লা হামদকসহ মন্ত্রীসভার প্রায় সব সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। এর প্রতিবাদেই রাস্তায় নামেন হাজারো মানুষ। এসময় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায় দেশটির সেনাবাহিনী। এতে কমপক্ষে ৭ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষ। বিবিসির খবর অনুযায়ী, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া ব্যক্তিদের আটক করছে সেনাবাহিনী। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে রাজধানীর বিমানবন্দর। বাতিল করা হয়েছে আন্তর্জাতিক সব ফ্লাইট। সেনা শাসনের প্রতিবাদে জরুরি অবস্থা ছাড়া কর্মবিরতির ঘোষণা দিয়েছেন চিকিৎসকরা। কাজে না যাওয়ার কথা জানিয়েছেন ব্যাংক কর্মীরাও। তবে নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সেনাপ্রধান। জানিয়েছেন, ২০২৩ সালের জুলাইতে হবে নির্বাচন। প্রায় ৩০ বছর একনায়ক থাকার পর গণ-আন্দোলনের মুখে ২০১৯ সালে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ওমর আল বশির। এরপরই কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে সাথে নিয়ে অন্তবর্তী সরকার গঠন করে সেনাবাহিনী। যার প্রধানমন্ত্রী বানানো হয় আবদাল্লা হামদককে।

উল্টোডাঙার স্কুলে পায়ের চাপে পড়বে জল-লিকুইড সাবান

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.): গতবছর মার্চ মাস থেকে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে বসেছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। এরই মাঝে নভেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে খুলছে স্কুল-কলেজ। ইতিমধ্যেই স্কুল গুলোর তরফে শুরু হয়ে গিয়েছে সচেতনতা। আর তাই মঙ্গলবার উল্টোডাঙার স্কুলে নয়া ব্যবস্থা। এবার পায়ের চাপেই পড়বে জল-লিকুইড সাবান। করোনা আতঙ্ক রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই বন্ধ ছিল স্কুল, কলেজ। অনলাইনে পড়াশোনা হলেও শারীরিকভাবে স্কুলে যেতে পারত না ছাত্রছাত্রীরা। পঠান-পাঠন হত অনলাইনেই। তবে, এরই মাঝে সম্প্রতি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ১৬ নভেম্বর থেকে খুলবে রাজ্যের স্কুল, কলেজ এমনটাই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তাই শহরের স্কুলগুলোও শুরু করে দিয়েছে সেই প্রস্তুতি। উল্টোডাঙার স্কুলে পায়ের চাপে পড়বে জল-লিকুইড সাবান। এদিন উল্টোডাঙার সারদা প্রসাদ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসে কলকাতা পুরসভার তরফে চলে স্যানিটাইজেশনের কাজ। জীবাণুমুক্ত করার কাজ করে কলকাতা পুরসভা।পায়ের চাপের সাহায্যে বেসিনের জল পড়বে ও লিকুইড সাবান পড়বে এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে ছাত্রীদের জন্য।

শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য মুর্শিদাবাদে

রঘুনাথগঞ্জ, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ থানা এলাকায় শিশুর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার একটি মাঠ থেকে উদ্ধার হয় শিশুর মৃতদেহটি। জানা গেছে, এদিন জামুয়ার এবং মণ্ডলপুরের মাঝামাঝি একটি মাঠ থেকে শিশুটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত শিশুটির বয়স আনুমানিক ৬-৭ মাস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তলব নয়, কিছু কাজের জন্যই দিল্লিতে আসা : সমীর ওয়াংখেড়ে

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): নানা ধরনের গুঞ্জন ও জল্পনার মধ্যেই দিল্লিতে এলেন নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-র অফিসার সমীর ওয়াংখেড়ে। সোমবার মধ্যরাতে দিল্লিতে পৌঁছন তিনি। দিল্লি বিমানবন্দরে সাংবাদিকরা তাঁকে ঘুরে ধরলে সমীর বলেন, 'আমাকে তলব করা হয়নি, অন্য কারণে দিল্লিতে এসেছি আমি। কিছু কাজের জন্য দিল্লিতে এসেছি।" তিনি আরও বলেন, "আমি একশো শতাংশ তদন্তের জন্য রাজি। আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে।"

বলিউড অভিনেতা শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানকে ছেড়ে দেওয়ার বিনিময়ে এক সাক্ষীর মাধ্যমে ২৫ কোটি টাকা ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে সমীরের বিরুদ্ধে। অভিযোগ ওঠার পরই সমীরের বিরুদ্ধে তদন্তে নজরদারির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনসিবি-র ডেপুটি জেনারেল ডিরেক্টের জ্ঞানেশ্বর সিংকে। এমতাবস্থায় সমীরের দিল্লিতে আগমণ নানা প্রশ্ন উত্থাপন করছে, যদিও সমীর জানিয়েছেন, তাঁকে তলব করা হনি। অন্য কাজ তাঁর দিল্লিতে আসা। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শিলং-ডিব্রুগড়ে সরাসরি বিমানের সূচনা, সিন্ধিয়া বললেন যোগাযোগ বৃদ্ধিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ বৃদ্ধিতে আরও একটি সদর্থক পদক্ষেপ নিল কেন্দ্রীয় সরকার। মেঘালয়ের শিলং ও অসমের ডিব্রুগড় সেক্টরের মধ্যে সূচনা হল সরাসরি বিমান পরিষেবা। মঙ্গলবার সকালে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া শিলং-ডিব্রুগড় সেক্টরের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবার সূচনা করেছেন। এরপরই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন, আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

শিলং ও ডিব্রুগড়ের মধ্যে সরাসরি বিমানের প্রতীক্ষা শেষ হল মঙ্গলবার। এদিন সকালে শিলং-ডিব্রুগড় সেক্টরের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবার সূচনা করার পর কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া বলেছেন, 'চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসে শিলং বিমানবন্দরে ৫ হাজারের বেশি যাত্রী গতিবিধি দেখা গিয়েছে। আমরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কাশ্মীরে ফের সন্ত্রাসী হামলা, বান্দিপোরায় গ্রেনেড আহত ৬ জন সাধারণ নাগরিক

শ্রীনগর, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীদের হামলা থামছেই না। মঙ্গলবার উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলায় গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন ৬ জন সাধারণ নাগরিক। আহত ৬ জনের মধ্যে একজন মহিলা রয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে বান্দিপোরার সুম্বাল ব্রিজ এলাকায় মিউনিসিপ্যাল কমিটি অফিসের কাছে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিস্ফোরণে ৬-৭ জন আহত হয়েছেন। একটি ট্যাক্সিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কিছুক্ষণের ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় পুলিশ। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলা হয়। আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আহতদের নাম-মুস্তাক আহমেদ ভাট, ফয়সল আহমেদ, তসলিমা, মহম্মদ আলতাফ, আব্দুল হামিদ মোল্লা এবং ফায়াজ আহমেদ। প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। বান্দিপোরার এসএসপি মহম্মদ জাহিদ জানিয়েছেন, বিস্ফোরণের তদন্ত শুরু হয়েছে।

কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে লাদাখ, দ্রাসে তাপমাত্রা কমে মাইনাস ১০.৪ ডিগ্রি

শ্রীনগর, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): তাপমাত্রার পারদ নামতে শুরু করেছে ভূস্বর্গে। জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্ত। ইতিমধ্যেই ঠান্ডা জাঁকিয়ে পড়েছে লাদাখ ও দ্রাসে। মঙ্গলবার কার্গিল জেলার দ্রাসে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ১০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রাতের আকাশ পরিষ্কার থাকার কারণে কাশ্মীর ও লাদাখের তাপমাত্রা অনেকটাই নেমেছে। আগামী ৭ দিন বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই জম্মু ও কাশ্মীর ও লাদাখে।

মঙ্গলবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে মাইনাস ১.৭ ডিগ্রি, গুলমার্গে মাইনাস ১.৪ ডিগ্রি, লাদাখের লেহ শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ৪.৭ ডিগ্রি, কার্গিলে মাইনাস ১.৬ ডিগ্রি। ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমছে জম্মুতেও। জম্মুতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৩.০ ডিগ্রি এবং কাটরাতে ১১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

৬১ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে ঊর্ধ্বমুখী সেনসেক্স

মুম্বাই, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : মঙ্গলবার ভারতীয় শেয়ার বাজারগুলি সামান্য বৃদ্ধির সঙ্গে খুলেছে এবং প্রাথমিক লেনদেনে একটি ভাল গতি রয়েছে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ সূচক সেনসেক্স এদিন ৩০ পয়েন্ট বৃদ্ধির সঙ্গে ৬০,৯৯৭.৯০ পয়েন্টে খুলেছে। এদিন সকাল ১০টা ২ মিনিট নাগাদ সেনসেক্স ০.৫৯ শতাংশ বা ৩৫৭.৯৭ পয়েন্ট বৃদ্ধির সঙ্গে ৬১,৩২৫.০২ পয়েন্টে লেনদেন করতে দেখা গেছে। প্রাথমিক লেনদেনে সেনসেক্স সর্বোচ্চ ৬১,৪০৪.৮৭ পয়েন্টে উঠেছিল। প্রারম্ভিক লেনদেনে, সেনসেক্সের ৩০টি স্টকের মধ্যে, ২৪টি স্টকই লাভের মুখ দেখেছে। এদিন প্রাথমিক লেনদেনে সেনসেক্সের ৩০টি স্টকের মধ্যে টেক মাহিন্দ্রা, বাজাজ ফাইন্যান্স, টাটা স্টিল, এসবিআই, টাইটান, ভারতী এয়ারটেল এবং আল্ট্রাটেক সিমেন্টের শেয়ারের দর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। পাশাপাশি, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, পাওয়ারগ্রিড, এইচইউএল, পাওয়ারগ্রিড, কোটাক ব্যাঙ্ক এবং এবং ইনফোসিসের শেয়ার দর পড়েছে। পাশাপাশি, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি সূচক প্রাথমিক লেনদেনে ঊর্ধ্বমুখী ছিল। সকাল ১০টা ১৯ মিনিট নাগাদ নিফটি ০.৭২ শতাংশ বা ১৩০.৩৫ পয়েন্ট বৃদ্ধির সঙ্গে ১৮,২৫৫.৭৫ পয়েন্টে লেনদেন করতে দেখা গেছে। মঙ্গলবার নিফটি ১৮,১৫৪.৫০ পয়েন্টে খুলেছিল। প্রাথমিক লেনদেনে, এটি সর্বোচ্চ ১৮,২৬৪.৮৫ পয়েন্টে উঠেছিল। প্রাথমিক লেনদেনে, নিফটির ৫০টি স্টকের মধ্যে, ৪৪টি স্টকেরই আজ দর বেড়েছে। নিফটির ৫০টি স্টকের মধ্যে টেক মাহিন্দ্রা, টাটা মোটরস, বাজাজ ফাইন্যান্স, এসবিআই লাইফ এবং টাইটানের শেয়ারের দর সবচেয়ে বেশি বেড়েছে। পাশাপাশি, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক, পাওয়ারগ্রিড, কোটাক ব্যাঙ্ক এবং ডঃ রেড্ডি''সের শেয়ার দর পড়েছে।

পাকিস্তানের জয়ে পাক মন্ত্রীর বিশেষ মন্তব্যে তোপ তসলিমার

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি. স.) : ক্রিকেটে ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয়ে পাক মন্ত্রী শেখ রাশেদের বিশেষ মন্তব্যে তোপ দাগলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। মঙ্গলবার তসলিমা টুইটে লিখেছেন, "ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয় "ইসলামের বিজয়", বলেছেন পাক মন্ত্রী শেখ রাশেদ। ইসলাম নারীবিরোধী বর্বর ধর্ম হিসেবে উন্মোচিত হয়েছে এবং সাম্য ও ন্যায়ের ধারণার কাছে পরাজিত হয়েছে। তাই টিকে থাকার জন্য ক্রিকেট ম্যাচের খুব প্রয়োজন এবং জয় পাওয়া। কী করুণ অবস্থা!" অপর একটি টুইটে লিখেছেন, "এটি "উপমহাদেশীয় রক্ত"। বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত জিতলে বাংলাদেশি অনলাইনে জনতা সৌম্য সরকার ও লিটন দাসকে দায়ী করে। পাকিস্তান ভারতকে পরাজিত করলে, ভারতীয় অনলাইন জনতা মোঃ শামিকে দোষারোপ করে। যখন ভারত পাকিস্তানকে হারায়, তখন পাকিস্তানি জনতা ড্যানিশ কানেরিয়াকে দোষারোপ করে। রক্ত পরিস্রাবণ এবং বর্জ্য নিষ্কাশন প্রয়োজন।"

দিল্লিতে তিন-তলা বহুতলে আগুন, বাবা-মা ও দুই সন্তানের মৃত্যু

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): দিল্লির পুরানো সীমাপুরী এলাকায় একটি তিন-তলা বহুতলে আগুন লেগে মৃত্যু হল ৪ জনের। মৃতরা একই পরিবারের সদস্য। প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন একজন। মঙ্গলবার ভোররাতে ওই বহুতলের দো-তলায় আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। পরে ৪ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতদের নাম-হরি লাল (৫৯), তাঁর স্ত্রী রীনা (৫৫), ছেলে আশু (২৪) ও মেয়ে রোহিণী (১৮)। ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে সম্ভবত তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ ও দমকল সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ভোররাত তিনটে নাগাদ পুরানো সীমাপুরী এলাকায় অবস্থিত তিন-তলা বহুতলে আগুন লাগে। তখন বহুতলের দো-তলায় সবাই ঘুমিয়ে ছিলেন। ভোর চারটে নাগাদ আগুন দেখতে পান প্রতিবেশীরা। তাঁরাই পুলিশ ও দমকলে খবর দেন। ৪.০৫ মিনিট নাগাদ দমকলকে জানানো হয়। একতলায় ঘুমিয়ে ছিলেন হরি রামের ছোট ছেলে অক্ষয় (২২), তাঁকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু, দো-তলায় ঘুমিয়ে থাকা হরিরাম, তাঁর স্ত্রী, মেয়ে ও বড় ছেলের মৃত্যু হয়েছে। কীভাবে আগুন লাগল, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬, ৩০৪ এ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মশা তাড়ানোর বৈদ্যুতিক ডিফিউজারের কারণে শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে।

ক্যান্সারের মতো রোগের চিকিৎসার জন্য দেড় লক্ষ বিশেষ কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত : মনসুখ মান্ডব্য

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসের মতো রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসার জন্য দেড় লক্ষ স্বাস্থ্য ও আরোগ্য কেন্দ্র তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক। জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য। একইসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তার মধ্যে প্রায় ৭৯ হাজার এমন কেন্দ্রের উদ্বোধনও করা হয়েছে। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো বিষয়ে বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রী ১৫৭টি নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন দিয়েছেন। মেডিকেল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আসন প্রায় দ্বিগুণ করা হয়েছে...মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যের চিকিৎসা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করে চলেছি।

১২ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের দেওয়া যাবে জাইডাস ক্যাডিলার 'জাইকোভ-ডি'। এই টিকার দাম কত হবে, এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, শিশুদের ভ্যাকসিন 'জাইকোভ-ডি' এর মূল্য নিয়ে আলোচনা চলছে। পাশাপাশি করোনাভাইরাসের নতুন প্রজাতি এওয়াই.৪.২ প্রসঙ্গে মনসুখ মান্ডব্য জানিয়েছেন, 'একটি টিম নতুন কোভিড প্রজাতি এওয়াই.৪.২ নিয়ে অনুসন্ধান করছে...আইসিএমআর এবং এনসিডিসি টিম বিভিন্ন প্রকারের অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করছে।'

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাতের অন্ধকারে শসা খেতে দুস্কৃতিকারীর হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২৬ অক্টোবর।। রাতের অন্ধকারে শসা খেতে দুস্কৃতিকারীর হানা। ঘটনাটি ঘটে গন্ডাছড়া হরিপুর ১২ কার্ড এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সোমবার রাতে হরিপুর এলাকার বাসিন্দা তথা কৃষক শ্রীদাম দাসের আধকানি শসা খেতে দুস্কৃতিকারীরা লুটপাট ও ধ্বংস লীলা চালায়। প্রতি দিনের মত মঙ্গলবার সকালে শ্রীদাম দাস জমিনে গিয়ে দেখতে পান তার ফলন্ত শসা খেতের ধ্বংস লীলা। এরপরই কৃষক পরিবারের চিৎকারে আশপাশের লোকজনেরা ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া থানায়। পুলিশ ছুটে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান গন্ডাছড়া মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক চন্দ্র কুমার রিয়াং সহ এসসি মোর্চা ধলাই জেলা কমিটির সভাপতি দীপ দাস। মহকুমা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক কৃষক শ্রীদাম দাসকে সব ধরনের সরকারী সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। শ্রীদাম দাস জানান চুরি কান্ডের ঘটনায় ওনার প্রায় দুই লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় শ্রীদাম দাসের স্ত্রী কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের নিন্দা জানাল ত্রিপুরা রাজ্য এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত তামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি ২৬ অক্টোবর।। বাংলাদেশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দিরে হামলা ও বাড়িঘরে হামলা ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানোর পাশাপাশি এই রাজ্যে একাংশের উগ্র হিন্দুত্ববাদী রা যেভাবে সংখ্যালঘু মুসলিমদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ভাঙচুর চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত তামীর। ত্রিপুরা রাজ্য এমারতে শরয়ীয়াহ ও নদওয়াতুত তামীর এর উদ্যোগে কদমতলা বিধানসভার ঝেরঝেরিতে মঙ্গলবার দুপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সম্প্রতি বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেভাবে ধর্মীয় প্রতিহিংসা শুরু হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানান রাজ্য সংগঠনের নেতৃত্ব। বাংলাদেশে উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা শারদীয় উৎসবের সময় মন্দিরে হামলা ও মূর্তি ভাংচুরের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক বলে তার তীব্র প্রতিবাদ ও দোষীদের আটক করে আইনী সাজা আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি তার প্রতিবাদ যেভাবে ভারতের হিন্দুরা গড়ে তুলছে তাদের প্রশংসা করেন। এদিকে বাংলাদেশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ভারতেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা বিভিন্ন মসজিদে হানা দিচ্ছে ,ভাঙচুর করছে।তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানান সংগঠনের নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্য নদওয়াতুত তামীর এর রাজ্য সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, শিক্ষক মতিউর রহমান এবং আবদুল শুক্কুর প্রমুখরা।

মশাউলিতে শুরু মনিপুরী সম্প্রদায়ের রাস মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। কুমারঘাট মহকুমার মশাউলিতে শুরু হলো হিন্দু মনিপুরী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত উৎসব ও রাস মেলা। মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

মনিপুরীদের বৈষ্ণব কূলতিলক নরোত্তম ঠাকুরের ৭১ তম তিরোধান মহোৎসব উপলক্ষে কুমারঘাট মহকুমার মশাউলিতে প্রতিবছরের মতো স্থানীয় নিলেশ্বর মুখার্জি মন্দিরে সূচনা হয় এবারের তিনদিন ব্যাপী রাস উৎসবের।উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ভগবান চন্দ্র দাস,বিধায়ক সুধাংশু দাস, জিলা সভাধিপতি অমলেন্দু দাস,উৎসব কমিটির আহ্বায়ক প্রদীপ সিনহা সহ অন্যান্যরা। মেলা ও উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী ভগবান দাস বলেন হিন্দু ধর্ম নিয়ে যেভাবে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ করতে বর্তমান সরকার এবং মন্ত্রী বিধায়করা কাজ করে চলেছেন।নিজেদের হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।মনিপুরী সম্প্রদায়ের এই উৎসবকে আরো বেশি করে বিস্তৃত করার পরামর্শ দিয়ে উৎসবের সফলতা কামনা করেন বিধায়ক সুধাংশু দাস।তিনদিনের এই উৎসবকে ঘিরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মনিপুরী সম্প্রদায়ের মানুষ সামিল হয়েছেন উৎসবে। মেলা ও উৎসবকে অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাতাবাড়িতে দীপাবলির প্রস্তুতি চলছে জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। আগামী চৌঠা নভেম্বর দীপাবলি। একান্ন পীঠের একপিঠ মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের শহর জাঁকজমকপূর্ণভাবে দীপাবলি মেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই মায়ের মন্দির সহ মন্দির প্রাঙ্গন ও রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। তুলির টানে মন্দির সহ আশপাশ এলাকায় রং করার কাজও শুরু হয়েছে। দেওয়ালী মেলা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার থেকে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে রঙ করার কাজ শুরু হয়েছে। মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সহ মন্দির চত্ত্বরে রঙ করার পাশাপাশি গোটা মন্দির সহ মাতাবাড়ি চত্ত্বরের রাস্তাঘাট সংস্কার করার কাজও শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও মাতাবাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সর্ববৃহৎ দেওয়ালী মেলা। রাজ্যের বহিরাজ্যের অগনিত পূর্নার্থীরা ভীড় জমাবেন মাতাবাড়িতে। এদিন মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে নতুন রঙে রাঙিয়ে তোলার দায়িত্বে থাকা পূর্ত দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, মঙ্গলবার থেকে রঙের কাজ শুরু হয়েছে। আগামী দুই তিনদিনের মধ্যে রঙের কাজ এর পাশাপাশি মন্দিরের প্রবেশ পথ রাস্তার সংস্কারেরও কাজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি জানান রঙ করার পাশাপাশি মন্দিরের গায়ে থাকা ফাটল গুলিরও বিশেষজ্ঞদের দিয়ে মেরামত করা হচ্ছে। উল্লেখ্য করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত কারণে গত বছর উদয়পুর মাতাবাড়ি দেওয়ালি মেলা হয়নি। এবছর পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় দেওয়ালের মেলা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

নিজ বাগান থেকে রাবার সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পথে দূর্ঘটনার কবলে এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২৬ অক্টোবর।। নিজ বাগান থেকে রাবার সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পথে পানিসাগর জলেবাসা ট্রাই জংশন এলাকায় শিব মন্দিরের পাশে টি,আর,০৫ বি,৯০১৯ নম্বরের স্কুটি নিয়ে আকস্মিক ভাবে দূর্ঘটনার কবলে পতিত হয় রৌয়া এলাকার বেনু নাথ(৫৫)।আহত ব্যক্তির বাড়ি রৌয়া ছয় নং ওয়ার্ডে।দূর্ঘটনার পর সানীয় এলাকার জনগন খবর দেন পানিসাগর ফায়ার সার্ভিসে।

ফায়ার সার্বিসের কর্মীরা তাকে গুরুতর আহত অবসায় পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়।হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ কল্লোল বিশ্বাস প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন।জানা গেছে হেলমেট পরিহিত অবস্থাতেও ওর মাথায় এবং মুখমন্ডলে ভীষণ আঘাত লাগে।নাক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হয়।ধারনা করা হচ্ছে পৌড়ত্বের কারনে প্রখর রৌদ্রতে মানুষিক ভাবে ভারসাম্য হারিয়ে এই দূর্ঘটনাটি ঘটে।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় পানিসাগর থানার পুলিশ।দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত স্কুটিটি বর্তমানে পানিসাগর থানার হেফাজতে রয়েছে।

বিভিন্ন জায়গায় প্রয়াত বিজন ধরের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর/ বিলোনীয়া, ২৬ অক্টোবর।। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১ঘটিকার সময় সোনামুড়া টাউন হলে সদ্য প্রয়াত রাজ্য বামপন্থী নেতা কমরেড বিজন ধরের স্মরন সভা অনুষ্ঠীত হয়। বিজন ধর ১৯৫১ সালে এক শিক্ষক পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। এরপর ৭০এর দশকে তিনি সরাসরি ভাবে বামপন্থী মতাদর্শগত ভাবে নিজেকে গড়ে তুলার আপ্রান চেষ্টা চালিয়ে যান এর পর তিনি সফল হয়েছন বটে।রাজ্য রাজনীতিতে তিনি ছিলেন এক উজ্জলতল নক্ষত্র।জাতি, ধর্ম,বর্ণ নির্বিশেষে তিনি ছিলেন প্রকৃত অর্থে একজন ত্বাত্তিক, শিক্ষিত রাজনীতিবিদ।গত ১১অক্টোবর তিনি না ফেরার দেশে চলে যান।

যার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে বামপন্থীরা হারাল তাদের এক অমূল্য সম্পদকে, যার অভাব প্রতিটা মূহুর্ত তাড়া করে বেড়াবে।আজকের এই স্মরন সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মূখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার,ভানুলাল সাহা,রতন সাহা,সহিদ চৌধুরী,শ্যামল চক্রবর্তী,সামসুল হক,বিজন ধরের সহ ধর্মীনি ইলা ধর,ছোট ভাই সমীর ধর ,মেয়ে এবং বোনরা।এদিন মানিক সরকার বলতে গিয়ে বলেন বিজন ধর ছিলেন রাজ্য রাজনীতির এক অন্যতম অভিবাবক যার অভাব কোনোদিন পূরণ হবেনা।তিনি ছিলেন অত্যন্ত নরম প্রকৃতির মানুষ রাজ্য রাজনীনির সিদ্ধান্ত গ্রহনেও তার ভূমিকা ছিল অসিম।তিনি তা ও তুলে ধরেন বিজন ধরের স্বপ্নছিল সর্বহারা শ্রেনীর মানুষের জন্য কাজ করে যাওয়া যা তিনি করেও গেছেন আর তার বাকি কাজ গুলো পূরণে আমাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে যথার্থক ভূমিকা পালন করতে হবে।রাজ্যের আকাশে যে কালো মেঘ রয়েছে তাকে সরিয়ে পূর্ব আকাশে রক্তে রাঙ্গা লাল সূর্যের উদয় ঘটাতে হবে তবেই রাজ্যবাসীর মঙ্গল সাধিত হবে।উক্ত সভায় বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মত।

এদিকে, মঙ্গরবার বেলা বারোটা নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ে করুনা রায় স্মৃতি কনফারেন্স হলে সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এই দিনের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, স্মরণসভা শুরুতেবিজন ধরের প্রতিকৃতিতে ফুল মালা দিয়ে শ্রদ্ধা,র্ঘ অর্পন করার হয়,ওনার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নিরবতা পালন করার পর, শোক প্রস্তাব পাঠ করেন সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য দীপংকর সেন।শোক প্রস্তাব পাঠ করার পর শুরু হয় স্মরণসভার কাজ। এদিনের স্মরণ সভা আলোচনা রাখতে গিয়ে বক্তারা বলেন বিজন ধর ছিলেন একজন সংগঠক।এবং সংগ্রামী সিপিআইএম দলের পথ পদর্শক তাকে স্মরনকরা মানে হল তার জীবন থেকে সে বিষয় গুলো শিক্ষা নেওয়া, স্মরনসভায় সভায় ওনার রাজনৈতিক জীবনের পেক্ষাপট টেনে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন এদিন এর স্মরণসভায় উপস্থিত বক্তারা।আয়োজিত স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জীতেন চৌধুরী সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার ,বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত,বিধায়ক সুধন দাস, অবসর প্রাপ্তশিক্ষক অশোক মিত্র, সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মি সমর্থকরা।

কৃষকরা অধিকার থেকে বঞ্চিত ঃ জীতেন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৬ অক্টোবর।। কৃষক আন্দোলনের এগার মাসে পদার্পন উপলক্ষে, আসামে সংখ্যা লঘুদের উপর আক্রমণ, বাংলাদেশে মৌলবাদীদের দ্বারা আক্রমনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কার্যালয়ের সামনে সংযুক্ত কিষান মোর্চার উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সংগঠিত করে। প্রতিবাদ সভায় আলোচনা রাখতে গিয়ে সিপিআইএম রাজ্য সমপাদক জীতেন চৌধুরী বলেন আমাদের কৃষকরা স্বাধীনতার পর থেকে তার আগে থেকে ও ব্রিটিশরা আমাদেরদেশকে শাসন করত তখন কৃষকরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

সে কৃষকরা যখন দেশ স্বাধীন করার জন্য অন্যান্য সংগঠনের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু শহীদের রক্তের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করে ছিল,স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন হলে যে সরকার হবে এদেশের যারা সঙখ্যাগরিষ্ট মানুষ এদেশের যারা অন্নদাতা,তাদের শ্রমে তাদের ঘামে যে ফসল উঠে তার মূল্যপাবে কৃষকরা তাদের সন্মান পাবে। দেশ স্বাধীন হল কিন্তু সারা দেশের মানুষ আমরা দেখলাম গত সাড়ে সাত দশকে আমাদের দেশে যেসমস্ত সরকার এসেছে সে কংগ্রেস থেকে আজকের বিজেপি অব্দি যখন নির্বাচন আসে কৃষক ক্ষেতমজুর, দিনমজুর তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। কিন্তু সংখ্যা গরিষ্ট হয়েভোটে জিতে সরকারে আসীন হন,কিন্তু কৃষক দের যে দাবি,তাদের ফসলের যে নায্য দাম,তাদের দাবি দেশের কোন সরকার মর্যাদা দেয়নি।এদিনের প্রতিবাদ সভায় ছিলেন কৃষক সভার রাজ্য,মহকুমা নেতৃত্ব বাসুদেব মজুমদার, বাবুল দেবনাথ, ক্ষেতমজুর ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দীপংকর সেন, কৃষক সভার রাজ্য নেতৃত্ব মানিক পাল, সিপিআইএম মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত।

অনুমোদিত

● ছয়ের পাতার পর

দুটি পদ যেগুলি অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে এই পদ দুটি পুনরায় স’ষ্টি করা হয়েছে।

রাজ্য মন্ত্রিসভায় গৃহীত অন্যতম সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে জনশক্তি ও কর্মবিনিয়োগ দপ্তরের অধীন জয়েন্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড অব ত্রিপুরার কার্যকালের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। তথ্যমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী জানান, আগামী নভেম্বর মাসে জে আর বি টি’র কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। যেহেতু জে আর বি টি গ্রপ সি এবং গ্রপ ডি স্তরে নিয়োগের জন্য পরীক্ষাপর্ব সম্পন্ন করেছে এবং অন্যদিকে পুর নির্বাচনের কারণে এই পরীক্ষায় বাছাই প্রক্রিয়া বিঘিত হতে পারে তার জন্য আগামী এক বছর পর্যন্ত জে আর বি টি’র কার্যকাল বাড়ানো হয়েছে।

আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি নিয়েও পর্যালোচনা করা হয় এবং বর্তমান অবস্থার নিরিখে সন্তোষ ব্যক্ত করা হয়। তথ্যমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যে বর্তমানে অ্যাক্টিভ কোভিড রোগীর সংখ্যা ১১০। এর মধ্যে আগরতলা সরকারী মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন ৪ জন এবং হোম আইসোলেশনে রয়েছে ১০৬ জন। রাজ্যে মোট কোভিড টিকাকরণ এখন পর্যন্ত হয়েছে ৪০ লক্ষ ৫১ হাজার ৩০ জনের। এর মধ্যে প্রথম ডোজ ২৫ লক্ষ ৪ হাজার ৩২৭ জনকে এবং দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হয়েছে ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার ৭০৩ জনকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীর দুরদর্শিতা এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রাজ্যে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং টিকাকরণ পর্ব সম্পন্ন হচ্ছে বলে তথ্য ও সংস্ক’তি মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী অভিমত ব্যক্ত করেন।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

দূরে শালগড়া স্কুল মাঠে পড়ে রয়েছে সে।রাজীবের আত্মীয় পরিজনরা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে টেপানিয়া গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর আগরতলা জিবিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য রেফার করা হয়।বর্তমানে রাজিব শীল আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজীব শীলকে আক্রমণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা শালগড়া এলাকায়।এ ব্যাপারে পুলিশ একই মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সভার

● প্রথম পাতার পর

দমন-পীড়ন চালিয়ে কৃষক আন্দোলন কোন ভাবেই স্তব্ধ করা যাবে না বলে তিনি পাল্টা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতির ফলে কৃষক আন্দোলন আরো চাঙ্গা হবে বলে তিনি মনে করেন। কৃষকরা তাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সারাদেশে আন্দোলনে বহাল থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশের লখিনপুরে গাড়িচাপা দিয়ে কৃষক হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী পুত্রের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন তিনি। ঘটনার দায় স্বীকার করেকেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির বরখাস্ত দাবি করেছেন অঘোর দেববর্মা।

বিক্ষোভ মিছিল ও সভা থেকে আসন্ন নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভায় সিপিআইএম পশ্চিম জেলা কমিটির সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

স্বামীর

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে সংঘর্ষের জেরে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। শেফালী সিনহার উপর আক্রমণ ও স্বামীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের সুবিচার চেয়ে মামলা দায়ের করা হয় বলে জানা যায়। পুনরায় মঙ্গলবার সকালে শেফালী সিং পুজা সেরে বাড়ি ফেরার সময় শেফালী সিং-এর উপর আক্রমণ করে মমতা সিং। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গৌড়নগর এলাকাবাসীর দাবি মমতা সিং-কে গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। এই দাবীতে খোয়াই থানা ঘেরাও করেন এলাকাবাসীর।এ ব্যাপারে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে দুই মহিলার মধ্যে ফের যেকোনো সময়ের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসী মনে করেন। এলাকায় শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার তাগিদেই পুলিশকে প্রথম মনোভাব গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে স্থানীয়রা দাবি করেছেন।

তৃণমূলের

● প্রথম পাতার পর

এই বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

আজ তৃণমূলের সর্বভারতীয় মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, স্বাধীনতার পর এই প্রথম পেট্রোল-ডিজেলের দাম ১০০ টাকার গন্ডি পেরিয়েছে। তাতে, মানুষের ঘাড়ে মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চেপেছে। তাঁর মতে, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ বাড়বে। তাতে, নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি হবে। তাঁর কথায়, মানুষের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে নানা ধরনের শ্লোগান দিয়ে ভোলানো হচ্ছে। তাঁর সাফ কথা, রুটি, কাপড় ও বাসস্থানের লড়াইয়ে অন্য শ্লোগান দিয়ে ভুলিয়ে রাখা যাবে না। তাই, পেট্রোপণ্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও ধর্ণা প্রদর্শনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝাতে চাইছি, এই অপশাসনের জবাব দেবেন সাধারণ মানুষ।

অভিষেক

● প্রথম পাতার পর

আমাদের আটকে দিয়েছে। তিনি বলেন, নতুনবাজারে যোগদান সভার অনুমতি নেওয়া হয়েছিল। অথচ, ত্রিপুরা পুলিশ আমাদের সেখানে যেতে বাধা দিয়েছে। ফলে, বাধ্য হয়ে আমরা আগরতলায় ফিরে এসেছি।

তাঁর দাবি, ভয় পেয়ে বিজেপি তৃণমূলকে আটকানোর হাজারো ফন্দি আঁটছে। কিন্ত, আখেরে লাভ তৃণমূলের হবে। তিনি জোর গলায় বলেন, তৃণমূলকে যত বেশি আটকানোর চেষ্টা হবে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দল লড়াই ততটাই জোরদার করবে।

তিনি জানান, মমতার দূত হয়ে ত্রিপুরায় তৃণমূলের কর্মকান্ডের বর্ণনা দেওয়ার জন্য দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক আগেই আসতে চেয়েছিলেন। মানুষের দরবারে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্ত, তাঁকে আটকে দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকার তাঁকে আটকাতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। কিন্ত, তাঁকে আটকানো সম্ভব হবে না। আগামী ৩১ অক্টোবর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগরতলায় আসছেন। জনসভায় অংশ নেবেন, বলেন তিনি।

তাঁর বক্তব্য, ত্রিপুরায় নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়েছে। তাই, নির্বাচনের সমস্ত নিয়ম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনসভার সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাথে তিনি আরো জানিয়েছেন, ত্রিপুরা পুর ও নগর নির্বাচনে তৃণমূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিন্ত, প্রার্থী তালিকা নিয়িই এই মুহুর্তে কিছু বলা সম্ভব নয়। তাঁর দাবি, বিজেপির সন্ত্রাসের জবাবে নির্বাচনে তৃণমূল গণতান্ত্রিক ভাবে হারাবে।

নীরব

● প্রথম পাতার পর

বেশি। এলাকাবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, তাদের ক্ষমতা নেই নিজেদের উদ্যোগে পানীয় জলের ব্যবস্থা করার। তাই সরকারি যে পানীয় জল পরিষেবা তার উপর নির্ভর করতে হয়।অপর দিকে দীর্ঘ বছর ধরে রাস্তাটির বেহাল অবস্থায় পরে রয়েছে।বহুবার দাবি জানিয়ে আসলেও রাস্তা মেরামতির কোন উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর কিংবা স্থানীয় পঞ্চায়েতকে।

রাস্তা খারাপের ফলে গর্ভবতী মা কিংবা অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসকের কাছে কিংবা মহকুমা হাসপাতাল বা জেলা হাসপাতালে নিয়ে যেতে ভীষণ অসুবিধা হয়।কারণ এলাকাতে কোন গাড়ী প্রবেশ করতে পারে না রাস্তা খারাপের জন্য। দাবি উঠছে , অতিসত্বর রাস্তা মেরামতের ও পানীয় জল নিয়মিত সরবরাহ করার জন্য।এলাকাবাসীর দাবি মেনে রাস্তাঘাট সংস্কার ও পরিস্রুত পানীয় জলের ব্যবস্থা করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

বলে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান। এই প্রকল্পের অধীনে, ৭১টি বাংলা মাধ্যম স্কুলকে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধিভুক্ত করা হবে।

তিনি আরও বলেন যে ত্রিপুরায় স্কুল শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে নিয়ন্ত্রণ ও উতাহিত করার একটি নীতি আলোচনার পরে আজকের বৈঠকে রাজ্য মন্ত্রিসভা গৃহীত হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, বেসরকারি সংস্থার হাতে অব্যবহৃত স্কুলগুলি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে কারণ হল যে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সিবিএসই অনুমোদিত স্কুলে পাঠাতে বেশি আগ্রহী এবং তাই এই সিদ্ধান্তের সাথে বেসরকারী সংস্থাগুলি এই ধরনের সমস্ত স্কুলে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান করবে এবং তাদের ভর্তির জন্য উৎসাহিত করবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এতেকরে উনারা ক্ষতির সন্মুখিন হতো। এখন রাজ্যসরকারের প্রচেষ্টায় সরকারি নায্যমূল্যের দোকানেও স্ব সহায়ক দলের বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রি করাহবে। রাজ্যের উন্নয়নে রাজ্য সরকারের একগুচ্ছ পরিকল্পনাগুলি সকলের সামনে তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপির নেতৃত্বদের প্রচেষ্টায় মুখ্যমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে ব্যাপকহারে লোকসমাগমঘটে। আজকে যোগদান সভায় উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে পুরুষের চেয়ে মহিলার সংখ্যা ছিলো বেশি। এইনিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান জোলাইবাড়ীর মহিলারা পুরুষকে হারমানিয়েছে। জোলাইবাড়ী দ্বাদশশ্রেনী বিদ্যালয় মাঠে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

নিহত

● প্রথম পাতার পর

ভিত্তিতে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন মনির উদ্দিন মিয়া নামে ওই ব্যক্তি।

তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয়রা জানিয়েছেন কমান্ডার জীপ চালক এর অসাবধানতার কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

(ক্রীড়া)াঙ্গন

রাজ্যের সর্ববৃহৎ নৈশকালীন ফুটবল টুর্নামেন্ট পানিসাগরে

কিশোর রঞ্জন হোড়, ধর্মনগর প্রতিনিধি ২৬ অক্টোবর:- -রাজ্যের সর্ববৃহৎ নৈশকালীন ফুটবল টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হল উওর জেলার পানিসাগর আর,সি,পি,ই, গ্রাউন্ডে।ভারত বর্ষের ৭৫ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে পানিসাগর স্পোর্টস ক্লাব আয়োজিত অটল বিহারি বাজপেয়ী নক আউট প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা উপলক্ষে গতকাল পানিসাগর সিত আর,সি,পি,ই, ময়দানে রাজ্যের দুটি শক্তিশালী ফুটবল দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।প্রদিপ প্রজ্জলনের মাধ্যমে খেলার শুভ শুচনা করেন পানিসাগর বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক বিনয় ভূষন দাস মহাশয়।এছাড়াও উপসিত ছিলেন উওর জেলার মাননীয় সভাধিপতি ভবতোষ দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সঞ্জয় প্রমুখ।খেলার শুভারম্ভে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।রাজ্যের প্রথম এবং নৈশকালীন বৃহৎ ফুটবলের জমজমাটি খেলার আসরে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল প্রায় কুড়ি হাজার ছাড়িয়ে। দর্শকদের সুবিধার্থে মাঠের ভিতরে বসার সুবন্দোবস্ত ব্যাবসা দেওয়া হয়।গ্যালারি গুলো ছিল দর্শকাসনে কানায় কানায় পূর্ন।উক্ত খেলার শুরু থেকে গ্যালারিতে দর্শকদের মনোরঞ্জন দিতে প্রতিটি প্রবেশ পত্রের মধ্যে লটারির মাধ্যমে আকর্ষনীয় পুরুস্কার প্রদান করা হয়।বিগত প্রায় এক মাস পুর্বে মোট ছাব্বিশ টি দল নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় উক্ত টুর্নামেন্টটি।চার হাজার টাকা এর্ন্টি ফি এবং এক লক্ষ টাকা প্রাইজমানি নির্ধারণে খেলাটি পরিচালিত হয়।রাজ্যের বাচাই করা শক্তিশালী ফুটবল দল গুলো খেলায় অংশ নেয়।এই মর্মে গতকাল ফাইনাল খেলায় অংশ নেয় ত্রিপুরা পুলিশ একাদশ বনাম গতবারের চ্যাম্পিয়ান বোম থাট সানা একাদশ।হাড্ডাহাড্ডি ফাইনাল খেলায় দুটি দলই তাদের শক্তির জানান দিতে চেষ্টা করে।নির্ধারিত নব্বই মিনিটের খেলার প্রথমার্ধে ত্রিপুরা পুলিশ একটি গোল করে এগিয়ে যায়।পরবর্তীতে খেলার দ্বিতীয়ার্ধে কোন দলই গোল করতে পারেনি।তাই নির্ধারিত জয় হাসিল করে নেয় ত্রিপুরা পুলিশ।খেলায় বিজয়ীদের এক লক্ষ টাকা সমেত ছয় ফুট দৈর্ঘের ট্রফি এবং রানার্সদের কুড়ি হাজার টাকা সমেত চার ফুট দৈর্ঘের ট্রফি প্রদান করা হয়। তারপর পুরস্কার বিতরনের মধ্য দিয়ে উক্ত খেলার সমাপ্তি ঘোষণা হয়।

এ বার দক্ষিণ আফ্রিকা বিরুদ্ধেও হেরে গেল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দুবাই, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): টি-২০ বিশ্বকাপের প্রথম দু’ম্যাচে হেরে সেমিফাইনালের রাস্তা কঠিন করে তুলল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ইংল্যান্ডের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পর এবার পোলার্ডরা পরাজিত হলেন প্রোটিয়াদের কাছে। দুবাইয়ে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৩ রান তোলে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৮.২ ওভারে ২ উইকেটের বিনিময়ে ১৪৪ রান তুলে ম্যাচ জিতে যায়। টসে জিতে প্রথমে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ব্যাট করতে পাঠান দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা। শুরুটা ভাল করেন দুই ওপেনার লেন্ডল সিমন্স ও এভিন লুইস। ধরে খেলেন তাঁরা। ফলে পাওয়ার প্লেতে উইকেট তুলতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকার পেস আক্রমণ। লুইস আক্রমণাত্মক খেললেও সিমন্সের শ্লথ ব্যাটিংয়ের ফলে রানের গতি কিছুটা কম থাকে। ১০ ওভারের পরে রানের গতি বাড়াতে গিয়ে রাবাডার হলে আউট হন সিমন্স। ৩৫ বলে ১৬ করে আউট হন তিনি।

এক দিকে লুইস দ্রুত রান তুললেও অন্য দিকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়ছিল। নিকোলাস পুরন, ক্রিস গেল রান পাননি। অধিনায়ক কায়রন পোলার্ড লুইসের সঙ্গ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু অর্ধশতরান করার পরেই কেশব মহারাজের বলে লুইস আউট হওয়ায় বড় রান গড়ার আশা শেষ হয়ে যায় ক্যারিবীয় দলের।

শেষ পর্যন্ত আট উইকেটে ১৪৩ রান করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ১৭ রান দিয়ে ৩ উইকেট নেন ডোয়েন প্রিটোরিয়াস।

রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই আন্দ্রে রাসেলের সরাসরি থ্রোয়ে রান আউট হন অধিনায়ক বাভুমা। যদিও তার পরে রিজা হেনড্রিক্স ও রাসি ভ্যান ডার ডুসেন জুটি বাঁধেন। লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যাট করতে থাকেন তাঁরা। ব্যক্তিগত ৩৯ রানের মাথায় শিমরন হেটমায়েরের দুরন্ত ক্যাচে সাজঘরে ফেরেন হেনড্রিক্স।

চারে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই বড় শট খেলা শুরু করেন এইডেন মার্করাম। কোনও বোলারই তাঁকে থামিয়ে রাখতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত ১০ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। ডুসেন ৪৩ ও মার্করাম ৫১ করে অপরাজিত থাকেন।

এদিনের হারের ফলেবিশ্বকাপের শুরুতেই বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়লেন গেলরা। অন্যদিকে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারের পরে জয়ের মুখ দেখল প্রোটিয়া শিবির।

আজ মুখমুখী দুই দেশ, কিউয়ি অধিনায়কের আশা খোলা মনে খেলবে পাকিস্তান

শারজাহ, ২৬ অক্টোবর (হি. স.): মঙ্গলবার বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে পাকিস্তান। ভারতীয় সময় রাত ৭টা ৩০ মিনিটে শারজাহে শুরু হবে দুই দেশের বাইশ গজের লড়াই। তার আগে কিউয়ি অধিনায়ক উইলিয়ামসনের আশা শেষ মুহূর্তে এসে পাকিস্তান সফর বাতিলের বিষয়টি ভুলে খোলা মনে খেলবে পাকিস্তান।

এ ম্যাচটিকে সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনে এসে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন পাক সফর বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে আনেন। নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের নেওয়া বিতর্কিত সিদ্ধান্তের বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন উইলিয়ামসন। এ ব্যাপারে কেন উইলিয়ামসন বলছেন এটি ”লজ্জাজনক”। তিনিও জানেন বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন পাক ক্রিকেটাররাও, তাই সংবাদসম্মেলনে তিনি আশা করেছেন সে বিষয়টি ভুলে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা খোলা মনেই তাদের বিরুদ্ধে খেলবে।

এ ব্যাপারে উইলিয়ামসন বলেন, ‘এটা ছিল হতাশাজনক পরিস্থিতি। আমি জানি পাকিস্তানে নিউজিল্যান্ডের যে দলটি গিয়েছিল তারা সেখানে খেলার জন্য কতটা মুখিয়ে ছিল। আর এটি সত্যিকারের লজ্জা যে, সেভাবে বিষয়টি হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি এখন বলতে চাই, নজরটা এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে হওয়া উচিত। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই ভারতের বিপক্ষে জয়ের পর পাকিস্তান বেশ উজ্জীবিত।’

এই ম্যাচে নামার আগে দর্শকদের জন্য পাকিস্তানকেই এগিয়ে রাখলেন কিউই অধিনায়ক। তিনি বলেন, ‘আমাদের দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে কিন্তু সম্পর্কটা বেশ ভালো। শেষ দুই বছরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে অনেকবার খেলেছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন একসঙ্গে খেলেছে। আমি নিশ্চিত এবারও খোলা মনে খেলবে পাকিস্তান। আরব আমির শাহিতে খেলা হওয়ায় দর্শকদের সাপোর্ট তারা পাবে। কারণ তারা সব সময় এখানেই খেলে থাকে।’

শামির পাশে বিসিসিআই

মুম্বই, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): মহম্মদ শামির পাশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। শামির পাশে দাঁড়িয়ে ‘শক্তিশালী’ বার্তা দিল বিসিসিআই।

রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১০ উইকেটে হারে ভারত। সেই হারের দায় যেন একা শামির। এমন ভাবেই তাঁকে আক্রমণ শুরু হয়। এই অবস্থায় শামির পাশে দাঁড়িয়ে ‘শক্তিশালী’ বার্তা দিল বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার একটি টুইট করা হয়। সেখানে দেখা যাচ্ছে শামির সঙ্গে হাত মেলাচ্ছেন বিরাট কোহলী। ছবির উপরে লেখা, ‘গর্বিত। শক্তিশালী। উপরে উঠছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি।’ ভারতীয় বোর্ড যে শামির পাশে রয়েছে তা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই এমন পোস্ট বলে মনে করছেন অনেকে। পাকিস্তান ম্যাচের পরে বিরাট কোহালি স্বীকার করেন, বাবর আজমরা তাঁদের সব বিভাগেই পুরোপুরি টেক্কা দিয়ে জিতেছেন। তার পরে একা শামিকে ভক্তদের একাংশের নিশানা করা নিয়ে অনেকেই পাল্টা প্রতিবাদ করেছেন। এ বার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও পাশে দাঁড়াল শামির।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ভারতের ক্রিকেট দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করলেন দ্রাবিড়

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করলেন রাহুল দ্রাবিড়। সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেলে রাহুল ওই পদের জন্য তাঁর আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

বিরাট কোহলীদের কোচ কে হবেন, এই প্রশ্নের কখনও শোনা গিয়েছে অনিল কুম্বলের নাম, কখনও উঠে এসেছে ভিভিএস লক্ষ্মণের নাম। আইপিএল চলাকালীন খবর রটে গিয়েছিল, রাহুল দ্রাবিড়ই ভারতীয় দলের কোচ হচ্ছেন। তাঁর বেতনও ফাঁস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় কয়েক দিন আগেই জানিয়েছিলেন, দ্রাবিড়ের সঙ্গে কথা হলেও তিনি এখনও কিছু জানাননি। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরুর আগে কোহলীও বলেছিলেন, দ্রাবিড়ের কোচ হওয়ার ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনও খবর নেই। অবশেষে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে মঙ্গলবার বিকেলে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদন করলেন রাহুল দ্রাবিড়। ফলে ধরে নেওয়া যায় দ্রাবিড়ই হতে চলেচেন ভারতের জাতীয় দলের কোচ।

উল্লেখ্য, তিনি দীর্ঘ দিন ধরে তিনি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির কোচের দায়িত্বে রয়েছেন। ভারতীয় ক্রিকেটে ভবিষ্যতের যোগান দেওয়ার কাজটা তিনি অত্যন্ত সফল ভাবে করে যাচ্ছেন। যেহেতু জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বেঙ্গালুরুতে, দ্রাবিড় নিজের শহরে থেকেই সেই দায়িত্ব সামলাতে পারছেন।

শুধু প্রধান কোচ নয়, ব্যাটিং কোচ, বোলিং কোচ, ফিল্ডিং কোচের জন্যও বোর্ড আবেদনপত্র চেয়েছে। প্রধান কোচের জন্য আবেদন করার শেষ দিন মঙ্গলবার হলেও বাকি পদগুলির জন্য বোর্ড ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দিয়েছে।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

আগরতলা : ত্রিপুরা

২০২১-২০২২ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরী বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত সকল বিদ্যালয়প্রধান, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে,

(১) ২০২১-২০২২ সালের মাধ্যমিক (Vocational বা 6th Subject) ও উচ্চমাধ্যমিক Term- I -এর Practical পরীক্ষা আগামী ১৫-১১-২০২১ হতে ০৪-১২-২০২১ তারিখের মধ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের বিষয় শিক্ষক শিক্ষিকারা Practical পরীক্ষার প্রশ্ন করবেন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ণ সহ Examiner-এর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। Term- I পরীক্ষার Syllabus ও Marks foil পর্ষদের website- www.tbse.tripura.gov.in-এ পাওয়া যাবে। উচ্চমাধ্যমিকের Music এবং মাধ্যমিকের Vocational/6th Subject-এর Practical পরীক্ষা যথাক্রমে ২৭ এবং ৩৫ নম্বরের মধ্যে নিতে হবে ও উচ্চমাধ্যমিকের অন্যান্য বিষয়ের Practical পরীক্ষা ১৫ নম্বরের মধ্যে নিতে হবে। বিদ্যালয়প্রধানদের অনুরোধ করা হচ্ছে আলাদা সীল করা প্যাকেটে (১) Marks Foil (২) Attendance Sheet ১০-১২-২০২১ তারিখের মধ্যে অতি অবশ্যই পর্ষদ অফিসে জমা দিতে হবে এবং সঙ্গে ছাত্রছাত্রী পিছু ৭৫ টাকা করে উচ্চমাধ্যমিক ও মাধ্যমিকের Vocational Practical পরীক্ষার জন্য আলাদা আলাদা Bank Challan কেটে পর্ষদের Practical Section-এ জমা দিতে হবে। Practical Answer Scripts এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত থাকবে, প্রয়োজনে পর্ষদ খোজ করবে।

(২) ২০২১-২০২২ সালের পরীক্ষার্থীদের online-এ Registration বা Enrolment করা এবং সকল প্রকার Registration বা Enrolment সংক্রান্ত সংশোধনের কাজ আগামী ৩০ শে অক্টোবর, ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। ৩০শে অক্টোবর, ২০২১ বিকাল ৫টার পর Registration এবং Enrolment এর online portal বন্ধ করে দেওয়া হবে নাহলে online-এ 7M বা 7H এর কাজ শুরু করা যাবে না।

(৩) আগামী ২রা নভেম্বর, ২০২১ তারিখ থেকে online-এ ৭পঞ্চএবং ৭ছ ফর্ম পূরণ করার কাজ শুরু করতে হবে এবং ১৫ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

(৮) online-এ 7M/7H forms fillup করার পর পূরণ করা 1M/1Hগুলি 9a / 9b ও Bank Challan সহ অতি অবশ্যই ১৮ই নভেম্বর, ২০২১ তারিখের মধ্যে পর্ষদ অফিসে জমা দিতে হবে।

স্বা ঃ (ড. দুলাল দে)

সচিব, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ

ICA-D-1130/2021-22

চোট পেয়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন ফার্গুসন

কলকাতা, ২৬ অক্টোবর (হি.স.):শুরুর আগেই বিশ্বকাপ অভিযান শেষ হয়ে গেল লকি ফার্গুসনের। কাফ মাসলের চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন কিউয়ি পেসার। তাঁর পরিবর্তে নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ঢুকে পড়েলেন অ্যাডাম মিলিন।

আজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে দলের প্রথম ম্যাচের ঠিক আগে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে ফার্গুসনের চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার কথা জানানো হয়। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তান ম্যাচে তাঁর মাঠে নামার প্রশ্ন ছিল না। ফার্গুসনের না থাকা নিউজিল্যান্ডের কাছে কতবড় ক্ষতি, তা আলাদা করে বলে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। তাঁর পরিবর্তে অ্যাডাম মিলিন নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে ঢুকে পড়েন। কিছুদিন আগেই মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে আইপিএলে মাঠে নামেন মিলিন।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

পেট্রোল -ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্না ও বিক্ষোভ কর্মসূচি। ছবি নিজস্ব।

ভারতে দৈনিক সংক্রমণ কমে ১২,৪২৮ ৩৫৬ বেড়ে মৃত্যু ৪.৫৫-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): বিগত কিছু দিন ধরে ভারতে নিরন্তর কমেই চলেছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, তবে মৃত্যুর সংখ্যা খানিকটা চিন্তা বাড়াচ্ছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৪২৮ জন। সোমবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,৯৫১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.১৯ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ১,৬৩,৮১৬ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা কমেছে ৩,৮৭৯ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১২,৪২৮ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪২ লক্ষ ০০ হাজার ৬৩৭ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৪৮ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৩৩ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,০২,৯৪,০১,১১৯ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৩৫৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৫৫,০৬৮ জন (১.৩৩ শতাংশ)। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে, সোমবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫,৯৫১ জন। ফলে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,৩৫,৮৩,৩১৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.১৯ শতাংশ।

ভারতে ১০২.৯৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনাভাইরাসের টিকাকরণ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজারের বেশি প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ১,০২,৯৪,০১,১১৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৬৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৩৩ জনকে।

ভারতে ৬০.১৯-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৫ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ১১,৩১,৮২৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৬০,১৯,০১,৫৪৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১১,৩১,৮২৬ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২ হাজার ৪২৮ জন।

আলোর উৎসব দীপাবলিকে সামনে রেখে মৃৎশিল্পীরা এখন চরম ব্যস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। আলোর উৎসব দীপাবলিকে সামনে রেখে মৃৎশিল্পীরা এখন চরম ব্যস্ত। প্রতিমা তৈরির পাশাপাশি মাটির প্রদীপ তৈরি করার জন্য মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।কেরোসিন শিখা মাটির প্রদীপের গলা টিপে দিতে চাইলেও বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে মাটির প্রদীপের সঙ্গে কেরোসিন আর নেই। চীনের প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে টুনি আর এল.ই.ডি বাল্ব। টুনি আর এল.ই.ডি বাল্বের দাপাদাপির মাঝে টিম টিম করে হলেও মাটির প্রদীপ সলতের আগুন ধরিয়ে আবারও মাথাচাড়া দিচ্ছে।

মৃৎশিল্পকে বুকে নিয়ে খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহাকুমার করইলং পালপাড়া এলাকার স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা শ্যামা পূজাকে কেন্দ্র করে শ্যামা মায়ের প্রতিমা তৈরীর পাশাপাশি মাটির প্রদীপ তৈরিতে ব্যাস্ত। কারণ একটাই, আলোর উৎসব দীপাবলিতে প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে আলোর রোশনাই মাটির প্রদীপ পৌঁছে দিতে মৃৎশিল্পীরা বদ্ধ-পরিকর। করইলং পালপাড়া এলাকায় বসবাস করেন এমন বহু পরিবার যাদের দীপাবলি আসলেই ব্যস্ততা পৌঁছয় চরমে। তেলিয়ামুড়া করইলং এলাকার দুই মৃৎশিল্পী শঙ্কর রুদ্র পাল ও সুভাষ রুদ্র পাল। দীর্ঘ প্রায় দশ(১০) থেকে বারো(১২) বছর যাবত তারা এই পেশার সঙ্গে যুক্ত।তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে বাহারি লাইট, রকমারি আলোকসজ্জার বাজারে মাটির প্রদীপের চাহিদা তেমনেই। তবুও দীপাবলি এলে মাটির প্রদীপ তৈরি করে তারা। তারা পাইকারি দরে আশি(৮০) থেকে একশত(১০০) করে বিক্রি করে। তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে প্রদীপ তৈরির মূল উপকরণ মাটির দাম আকাশছোঁয়া।

দেড়শত থেকে দুইশত টাকা প্রতি ঠেলা দরে কিনে আনতে হয় প্রদীপ তৈরির মূল উপকরণ মাটি। তবে এই শিল্পে লাভের পরিমাণ তেমন বেশি নয়। তবুও পূর্বপুরুষদের শেখানো পেশাকে বেছে নিয়েছেন করইলং পালপাড়া এলাকার স্থানীয় মৃৎশিল্পীরা। টুনি বাল্বের হাজারো চাহিদা তৈরি হলেও মাটির প্রদীপের হলুদ আলোর আভা যেন অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তিকে নিয়ে আসে ঘরের ভেতর। প্রদীপের আলো যেন শিল্পীর ঘরে লাভের অঙ্কটাও বাড়িয়ে দেয় সেটাই তাদের প্রত্যাশা প্রত্যাশা।

মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘ত্রিপুরা ডাটা সেন্টার পলিসি-২০২১’ অনুমোদিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে ‘ত্রিপুরা ডাটা সেন্টার পলিসি-২০২১’ অনুমোদন করা হয়েছে। এছাড়াও আজকের বৈঠকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সন্ধ্যায় মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বেকারদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে এই নীতি অনুমোদন করেছে রাজ্য সরকার। এর ফলে বহিরাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত তথ্য ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলি রাজ্যে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হবে। সংস্থাগুলি যদি রাজ্য ডাটা সেন্টার তৈরী করতে চায় রাজ্য সরকার যে ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলে মন্ত্রী জানান।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে আজ রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের অধীন এসসিইআরটি-র নিয়োগ নীতি পরিবর্ধনকরে এসসিইআরটিতে পূর্ণ সময়ের জন্য ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া এদিনের মন্ত্রিসভায় সমবায় দপ্তরের অধীনে ১টি জয়েন্ট রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিস পদ সৃষ্টি করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি ডা. রামেশ্বর দাস যিনি বর্তমানে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যান্টেশন কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজার ডিরেক্টর পদে রয়েছেন তাঁর চাকুরীর মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীন বিনয় পাণ্ডে সাবজেলার তাঁর চাকুরীর মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়ানো হয়েছে। তিনি আরও জানান স্বরাস্ট্র দপ্তরের অধীন স্টেট ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার এবং লাই ডিটেকশন ডিভিশন গ্রপ-এ গেজেটেড ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চিনে করোনার দাপট বাড়ছে, লানঝউয়ে কড়া লকডাউন ঘোষণা

বেজিং, ২৬ অক্টোবর (হি . স.) : চিনে আবারও বাড়ছে করোনা দাপট। করোনা নিয়ন্ত্রণে এবার লানঝউয়ে কড়া লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন। সূত্রের খবর, শুধু যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা নয়, ওই শহরের মানুষদের কার্যত গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।

মঙ্গলবার থেকে চিনের উত্তর-পশ্চিম শহর লানঝউয়ে লকডাউন জারি করা হয়েছে। ওই এলাকায় করোনার একটি স্থানীয় ভ্যারিয়েন্ট দেখা দেওয়ায় উদ্বেগে রয়েছে প্রশাসন। ফলে দ্রুত বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। সম্প্রতি চিনে করোনায় আক্রান্ত হয়ে ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে। তবে, শি জিনপিং প্রশাসনের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করার অভিযোগ রয়েছে। ফলে সরকারি খাতায় থাকা পরিসংখ্যানের অনেক বেশি মানুষ এই মারণরোগের শিকার হয়েছেন বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

প্রশাসনের দাবি, বাইরে থেকে আসা পর্যটকদের থেকেই নতুন করে সংক্রমণের গ্রাফের এই উর্ধগতি। তাঁদের একটি বড় অংশই বর্ষীয়ান নারী-পুরুষরা। তাঁদের থেকেই ফের বাড়তে শুরু করেছে সংক্রমণ। ফলে প্রশাসন ফের অত্যন্ত কড়াকড়ি শুরু করেছে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বিনোদন পার্ক কিংবা পর্যটন ক্ষেত্রগুলি। সকলেরই করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যে করে হোক, সংক্রমণকে ফের নিয়ন্ত্রণে আনতে মরিয়া বেজিং।

উল্লেখ্য, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চিনের ইউহান শহর থেকেই প্রথম ছড়াতে শুরু করেছিল করোনা সংক্রমণ। এরপর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

তিনটি রাজ্যের দায়িত্ব আমার কাঁধে, সাংসদ হিসাবে শপথ নিয়ে বললেন সুস্মিতা

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): রাজ্যসভায় নির্বাচিত নতুন সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করালেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। মঙ্গলবার নিজস্ব চেম্বারে সুস্মিতা দেব ও এস সেলভাগণপতিকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথবাক্য পথ করিয়েছেন উচ্চকক্ষের চেয়ারম্যান বেঙ্কাইয়া নাইডু। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এস সেলভাগণপতি এবং পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন সুস্মিতা দেব। এদিন তামিল ভাষায় শপথ নেন এস সেলভাগণপতি এবং বাংলায় শপথ নেন সুস্মিতা দেব।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশি, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি এবং রাজ্যসভার সাধারণ সচিব পি পি কে রামাচারয়ুলু ও অন্যান্যরা। এদিন রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর সুস্মিতা দেব বলেছেন, 'তিনটি রাজ্যের দায়িত্ব রয়েছে আমার উপর। আমার নিজ রাজ্য অসম, ত্রিপুরায় কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হয়েছি।'

প্রমোদ সাওয়ান্তের ইস্তফা চাইল তৃণমূল গোয়ার রাজ্যপালের দ্বারস্থ সৌগতরা

পানাজি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): গোয়ায় মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের পদত্যাগ চেয়ে চাপ বাড়াচ্ছে তৃণমূল। মঙ্গলবার সকালে গোয়ার রাজ্যপাল শ্রীধরন পিল্লাইয়ের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল নেতারা। দুর্নীতির অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদকে বরখাস্তের দাবি জানিয়ে রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি তুলে দেন লুইজিনহো ফালেইরো, সৌগত রায় ও বাবুল সুপ্রিয়রা।

সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে গোয়ার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরাসরি দুর্নীতির অভিযোগ করেন সে রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক। মালিকের আরও অভিযোগ, দুর্নীতির কথা প্রকাশ্যে আনতেই তাঁকে গোয়া-ছাড়া করা হয়েছে। প্রাক্তন রাজ্যপালের এই অভিযোগকেই হাতিয়ার করেছে তৃণমূল। এদিন রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি লুইজিনহো ফালেইরো বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্তের ইস্তফা চেয়ে আমরা রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। আমাদের দাবি, দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বিচার বিভাগীয় তদন্ত। রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিক মুখ্যমন্ত্রী সাওয়ান্তের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন।'' তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেছেন, 'আমরা গোয়ার রাজ্যপালের কাছে দু''টি স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। একটি স্মারকলিপি গোয়ার প্রাক্তন রাজ্যপাল সত্যপাল মালিকের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবং অন্যটি সিদ্ধি নায়েকের মৃত্যুর বিষয়ে।'

লখিমপুরের সাক্ষীদের সুরক্ষা দিতে সুপ্রিম নির্দেশ, পরবর্তী শুনানি ৮ নভেম্বর

নয়াদিল্লি, ২৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের লখিমপুর খেরির হিংসার ঘটনায় সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ সরকারকে লখিমপুরের সাক্ষীদের সুরক্ষা দিতে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, সাক্ষীদের জবানবন্দি দ্রুত রেকর্ড করতে হবে। উত্তর প্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আইনজীবী হরিশ সালভে এদিন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন, ৬৮ জন সাক্ষীর মধ্যে ৩০ জন সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করা হয়েছে এবং ২৩ জন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করেছেন।

লখিমপুর খেরিতে হিংসার ঘটনায় ৪ জন কৃষক-সহ মোট ৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাংবাদিক রমন কাশ্যপ ও শ্যাম সুন্দর নামে একজন ব্যক্তি। লখিমপুর খেরি হিংসার ঘটনায় সাংবাদিক রমন কাশ্যপ ও শ্যাম সুন্দরের হত্যা সংক্রান্ত তদন্তের বিষয়ে উত্তর প্রদেশ সরকারের কাছে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি ফরেনসিক ল্যাবকে ঘটনার ভিডিও সম্পর্কিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে বলেছে শীর্ষ আদালত।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনার স্তুপ জমে উঠতে শুরু করেছে, হেলদোল নেই কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৬ অক্টোবর।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে আবর্জনার স্তুপ জমে উঠতে শুরু করেছে। এই আবর্জনার স্তুপ পরিষ্কার করার জন্য কোন ধরনের উদ্যোগ নেই। ফলে সেখান থেকে রোগজীবাণু ছড়ানোর যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। এসব বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ উদাসীন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যেখানে চাইছেন স্বচ্ছ ত্রিপুরা গড়তে সে ক্ষেত্রে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের পেছনের দিকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বর্জ্য পদার্থ সহ যত্রতত্র ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ফেলে রাখা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় দীর্ঘদিন ধরে চলেছে এ ধরনের কাজকর্ম। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেছে এই সিরিঞ্জ ব্যবহৃত হচ্ছে ড্রাগস সেবন করার কাজে। চাঞ্চল্যকর এ ঘটনায় রীতিমতো বিস্মিত স্থানীয় জনগণ।

জানা যায়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের পেছনের দিকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাবহৃত বজ্র পদার্থ গুলো যত্রতত্র ফেলে রাখা হয়েছে। আর এই বজ্র পদার্থ গুলির সঙ্গে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে হাসপাতালে পেছনের দিকে। বর্তমান সময়ে করোনার প্রাদুর্ভাব পুরোপুরিভাবে হ্রাস পায়নি। অন্যদিকে চলছে করোণার টিকাকরণ। সেই পরিস্থিতিতে হাসপাতালের এহেন কান্ডে ছিঃ ছিঃ রব উঠেছে রোগী সহ আত্মীয় পরিজনদের মধ্যে।

অপরদিকে, এলাকার একাংশ নেশায় আসক্ত যুবকরা হাসপাতালের পেছন দিক থেকে সন্ধ্যার পরই ব্যাবহার করা সিরিঞ্জ গুলো কুড়িয়ে নিয়ে নেশার সাগরে মাতাল হচ্ছে। এমনটাই অভিযোগ। এ ব্যাপারে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক অজিত দেববর্মার কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, আবর্জনা সহ সিরিঞ্জ গুলো সাফাই করার কাজ তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের কাছে এগুলো পরিষ্কার করার কোন সুবিধা নেই। হাসপাতালের একটি বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, হাসপাতালে বাইরের দিকের পারিপার্শকি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার জন্য একজন সাফাই কর্মী মোতায়ন রয়েছে। কিন্তু সে সময়মতো নিজের কর্তব্য পালন করে না বলে অভিযোগ। তবে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের দায়িত্বভার যাদের হাতে ন্যাস্ত রয়েছে তারা কি আদৌও সক্রিয়ভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে? কারণ, বছর কয়েক পূর্বে হাসপাতালে দায়িত্ব যাদের উপর ন্যাস্ত ছিল সে সময় হাসপাতালের বিরুদ্ধে তেমন কোনো অভিযোগ না থাকলেও বর্তমানে যাদের উপর হাসপাতালের বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবা সহ পরিকাঠামোগত দিকের দায়িত্বভার ন্যাস্ত রয়েছে তাদের খামখেয়ালিপনা মনোভাবের কারণে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবা বর্তমানে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে।এখন দেখার বিষয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সহ জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে হাল ফেরাতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।